পঞ্চাইত মেনয়েল।

শ্রীনবীনচন্দ্র ঘোষ

পেনসন্ প্রাপ্ত পোলিস ইন্স্পেক্টার
এবং অনারেরী মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক

প্রণীত।

মূল্য ।।৹ আনা।

PANCHAET MANUAL.

পঞ্চাইত মেনয়েল।

চৌকীদারী আইন

(১৮৭০ ইং ৬ আইন)

ও

তৎসংক্রান্ত কার্য্য প্রণালী

—:০:—

পেনশন প্রাপ্ত পোলিস ইন্‌স্পেক্টর

এবং

অনারেরী মাজিষ্ট্রেট

শ্রীনবীনচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক

প্রণীত ও সংগৃহীত

প্রথম সংস্করণ

কুমিল্লা,—বীণা যন্ত্রে

শ্রীমুরারিচরণ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১২ বাঙ্গালা।

মূল্য ।৷০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

১৮৭০ ইং সনে পঞ্চাইতি প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থানেই শিক্ষিত এবং উচ্চ শ্রেণীস্থ লোক পঞ্চাইত নিযুক্ত না হওয়ায় এবং অনেক স্থানে ঐ প্রকার লোকের অভাব হওয়ায় এ পর্য্যন্ত অনেকটা অশিক্ষিত লোকের হাতে কার্য্যভার ন্যস্ত ছিল আইনানুসারে অনেক সময়েই উচিতরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হয় নাই এবং আইন পাঠ করিয়াও অনেকে কি প্রকার কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে তাহা বুঝিতে পারেন নাই

মাননীয় শ্রীযুত মিঃ সেভেজ বর্ত্তমান উক্ত প্রণালীতে পঞ্চাইত কার্য্য পরিচালনের বন্দোবস্ত করার জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া উচ্চ-শ্রেণী এবং শিক্ষিত লোককে পঞ্চাইতি কার্য্যে মনোনীত এবং তাঁহাদের হস্তে চৌকীদার নিযুক্ত এবং অবসর ও গ্রামের অন্যান্য প্রকার শান্তি রক্ষার ভার অর্পণ করার বিধি প্রণয়ন করিয়া বঙ্গদেশের কোন ২ জিলায় পরীক্ষা স্বরূপ কার্য্য চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন

এইরূপ ও যে শ্রেণীর লোক মনোনীত হইয়াছেন তাহারা সকলে বিশেষ রূপে উপদেশ না পাইলে কেবল আইন পাঠ করিয়া আইনের অভিপ্রায়ানুসারে সুচারু রূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় না। সেই জন্য কোন ধারার বিধান মতে কি প্রণালীতে পঞ্চাইত এবং চৌকীদারকে কার্য্য করিতে হইবে তদ্বিষয়ে নোট ঐ ধারার নিম্নে লিখিয়া "পঞ্চাইত মেনয়েল" নামে এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানা প্রকাশ করিলাম ইহাদ্বারা পঞ্চাইত ও চৌকীদারগণের কার্য্য নির্ব্বাহের কিঞ্চিৎ মাত্র সাহায্য হইলেও পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

পঞ্চাইতগণ মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত লোকের সংখ্যা অনেক কম থাকায় এই ক্ষুদ্র পুস্তক ভাষার পারিপাট্য না করিয়া ইচ্ছা পূর্ব্বকে গ্রাম্য সরল ভাষা ব্যবহার করা হইল

এই স্থানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ভূতপূর্ব্ব সব ডিভিজনেল অফিসার শ্রীযুক্ত মিঃ এ, কে, চাটর্জি মহোদয়ের উৎসাহে এবং উপদেশ আমি এই কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইয়াছি এবং কুমিল্লা জজ আদালতের প্লিডার উকিল স্নেহাস্পদ শ্রীমান রজনীনাথ নন্দী বি এ, বি এল এই বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন ইতি—

গ্রাম ও পোষ্ট বিনাউটী } নিবেদক—

জিলা ত্রিপুরা ১৯০৩ইং } শ্রীনবীনচন্দ্র ঘোষ।

পুঃ দূর হইতে মুদ্রিত করায় অনেক গুলি মুদ্রা করের ভুল হইয়াছে যথা সম্ভব সংশোধন করিয়া পাঠকদিগে সংশোধন পত্র দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীনবীনচন্দ্র ঘোষ

৪৬ পৃষ্ঠায় (ট) প্রকরণের ২ পুংক্তির দ্বারা শব্দের পর ১৭০৬ অঙ্কের পূর্ব্বে “এক বৎসর কাল যথা ইচ্ছা এবং আততায়ি রওয না দ্বারা” শব্দ যোগ হইবে

৪৬ পৃষ্ঠার (ট) প্রকরণের শেষ পুংক্তিতে ১৮৬৫ অঙ্কের স্থলে ১৮৬৪ হইবে

৪৯ „ ৪১ ধারার (ক) প্রকরণের ২ পুংক্তির তারিক্ত শব্দের পর আদিলেন্ন শব্দের পূর্ব্বে বিবরণ শব্দ হইবে

৪৯ পৃষ্ঠার ৪১ ধারার (গ) প্রকরণের ৫ „ পরাইত শব্দের স্থলে পশ্চাৎইতকে শব্দ হইবে

৪৯ পৃষ্ঠার ৪১ ধারার „ „ কোন শব্দের পর “মাশুল দিতে হইবে না”

৫৩ „ ৪৬ „ ৪ „ হবে শব্দ স্থলে হারে শব্দ হইবে

৬২ „ ৭ দফার ৩ „ প্রাভবাদ „ প্রতিবাদ „

৬৪ „ (গ) প্রকরণের ৩ „ দিবো „ দিবে „

১৫ ধারায় সংযোগ পত্র

(ঘ) বিটের মধ্যে চৌকীদারের বাড়ী থাকিলে তাহাকে টেক্স দিতে হইবে, কিন্তু যদি চৌকীদারের একান্নে কোন উপার্জ্জনশীল পুরুষ বাস করে তবে ঐ ব্যক্তি টেক্স হইতে বর্জ্জিত হইবে না (বঙ্গল গব মেণ্টের ১৯০৫ ইং ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখের ১৩৯০ জে নম্বর চিটি দ্রষ্টব্য)

৪৭ পৃষ্ঠার নিম্নে সংযোগ হইবে যথা

(থ) প্রত্যেক চৌকীদারের অবগত হইবার জন্যে নিম্ন লিখিত ফারমে একখানা হাত চিঠা রাখিলে তদৃষ্টে কার্য্য নির্ব্বাহের সুবিধা হইবে

সংশোধিনী পত্র ।

১ পৃষ্ঠায় ৩ পংক্তিতে ১৮৭২ শব্দের স্থানে ১১০৩ শব্দ হইবে

ঐ ৬ ঐ নবেম্বর ,, ডিসেম্বর ,,

ঐ ঐ ১১ ঐ ১ অঙ্ক লোপ হইবে

৫ ,, ১৩ এবং ২২ ফাকরা ,, পারবণ শব্দ হইবে

৬ ,, ৭ ,, দেন ,, দেয় ,,

ঐ ,, ৫ দফার ৩ পংক্তিতে গলিত ,, মিলিত ,,

ঐ ,, ৬ দফায় ৪ ,, তাহ ,, তাহ ,,

৭ ,, ১ দফার } ৫ ও করণেন } ১ ,, শাশঙ্ক , আশঙ্ক ,,

ঐ ,, ১ দফার (গ) প্রকরণের শেষ ও ৯ পৃষ্ঠার ১ পংক্তির প্রথম * হইবে

৮ পৃষ্ঠার ৩দফার ১পংক্তিতে চৌকীদারীর শব্দের স্থলে চৌকীদারের শব্দ হইবে

ঐ ,, ঐ ২ ,, নকল ,, সকল ,,

৯ ,, ১২৪ধারার ৪ ,, গর্ভনর ,, গবর্ণর ,,

ঐ ,, ১২৭ ,, ১ , ১১৫ ,, ১২৫ ,

১৬ ,, ৫ পুং উপর ৬ ,, অপরাধে ,, অপরাধ ,

১৮ ,, (ক) প্রকরণ ৭ পংক্তির কোন শব্দের পর এবং শ্রেণী শব্দের পূর্ব্বে প্রথম শব্দ যোগ হইবে

২২ পৃষ্ঠার ১৩ ধারার ১ পংক্তির প্রাপ্ত শব্দের স্থলে প্রাপ্তি শব্দ হইবে

২৩ ,, ১৪ , (ক) প্রকরণের ২ পংক্তিতে কোন শব্দ স্থলে কেহ শব্দ হইবে

২৫ ,, ১৬ , (ক) প্রকরণের ১ ,, মাসিত ,, মাসিক ,

ঐ ,, ,, ,, ,, ,, ত্রেমাসিক ,, ত্রৈমাসিক ,,

ঐ , ,, ,, (খ) প্রকরণের ১ ,, লোকসং ,, কোন জন ,,

৩৬ ,, ৩৫ ,, ২(খ) , ৭ ,, আমাইবেন ,, আন হইবে না ,,

৪৫ ,, ১ ,, লওয়া ,, লইবে ,

ঐ ,, (চ) প্রকরণের ২ ,, প্রকার ,, এলাকার ,,

৪৬ , (ঝ) প্রকরণের নিম্নের নোটের ৮ এবং ১০ পংক্তিতে দোষী শব্দের স্থলে দুষী শব্দ হইবে

চৌকীদারী আইন।

—∞०∞—

১৮৭০ইং সনের ৬ আইন

১৮৯২ ইং সনের ১লা নবেম্বর পর্য্যন্ত

যেরূপ সংশোধন করা গিয়াছে

মন্ত্রিসভা ধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের ১ আইন।

১৮৭০ ইং ১৬ জুন তারিখে মহামান্য শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর এবং ১৮৭০ ইং ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে।

গ্রাম্য চৌকীদারকে নিযুক্ত, অবসর করিবার ও তাহাদের ভরণপোষণের বিধান

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের শাসিত প্রদেশের মধ্যে গ্রাম্য চৌকীদার দিগের নিযুক্তি ও অবসর এবং তাহাদের ভরণপোষণের বিধান করা বিহিত, এই হেতু নিম্ন লিখিত বিধান করা যাইতেছে।

প্রথম অধ্যায়।

—

উপক্রমণিকা।

১ ধারা। এই ধারাতে নিম্ন লিখিত কথার ও শব্দের যে যে অর্থ নির্ণয় হইয়াছে এই আইনের অর্থ করনে পূর্ব্বাপর কথার ভাবান্তর প্রকাশ না হইলে তাহার সেই সেই অর্থ ধরিতে হইবে, যথা,

অর্থের ধারা।

"জিলার মাজিষ্ট্রেট"

কোন জিলার অপরাধ ঘটিত বিষয়ে প্রধান যে কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্য সম্বন্ধে দমনাধিকার থাকে তাঁহার পদের যে খ্যাতি হউক "জিলার মাজিষ্ট্রেট" শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে।

"চৌকীদারী চাকরাণ ভূমি।"

কোন কার্য্যকারক গ্রামে চৌকী দিতে ও পোলীসে অপরাধের রিপোর্ট করিতে আবদ্ধ হইলে তাহার ভরণপোষণার্থে যে ভূমি মিয়াদী বন্দোবস্ত ভিন্ন প্রকারান্তরে সমর্পন করা যায় এই আইন প্রচলিত হওন সময়ে সেই কার্য্যকারক সেই ভূমির উপলক্ষে জমীদারের নিকট চাকুরী করিবার দায়ী হইলে "চৌকীদারী চাকরাণ ভূমি" শব্দে সেই ভূমি বুঝাইবে।

"জমিদার"

গবর্ণমেণ্টে অব্যবহিতরূপে রাজস্বদায়ী মহালের সাধারণ রেজিষ্টরী বহিতে তদ্রূপ রাজস্বদায়ী ভূম্যধিকারী বলিয়া যে ব্যক্তির নাম লেখা থাকে, অথবা নিষ্কর ভূমির সাধারণ রেজিষ্টরী বহিতে নিষ্কর ভূমির অধিকারী বলিয়া যে ব্যক্তির নাম লেখা থাকে "জমিদার" শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

এক ধারা রহিত হইবার কথা।

২ ধারা। এই আইন যে সকল গ্রামের প্রতি বর্ত্তে তৎসম্পর্কে ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ২১ ধারা রহিত করা গেল।

চৌকীদার নিযুক্ত না হইলে আইনের বিধান না খাটিবার কথা।

২ক ধারা। এই আইনের বিধানমতে কোন গ্রামে কি গ্রামসমূহে যত কাল চৌকীদারকে নিযুক্ত না করা যায় ততকাল এই আইনের কোন কথাক্রমে ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ২১ ধারার বিধান রহিত হইল এমন জ্ঞান করিতে হইবে না।

পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করিবার কথা।

৩ ধারা (১) জেলার মাজিষ্ট্রেটের হাতে যে জেলার ভার থাকে সেই জেলার কোন গ্রামে পঞ্চায়ৎ হইবার জন্য জেলার মাজিষ্ট্রেট সেই গ্রাম নিবাসী তিন জনের কম নয় ও পাঁচ জনের বেশী নয় এমন সংখ্যক ব্যক্তিকে লিখিত হুকুমমতে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) কিম্বা জেলার মাজিষ্ট্রেট অগ্রে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরি লইয়া

এইরূপ আদেশ করিতে পারিবেন যে কোন গ্রামের [illegible] করদাতা পুরুষ অধিবাসিগণ স্থানীয় গবর্ণমেন্টকর্তৃক যে সকল বিধি নির্দিষ্ট হইয়া কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয় সেই সকল বিধি অনুসারে সেই গ্রামের পঞ্চায়ৎ হইবার জন্য সেই গ্রামবাসী তিন জনের কম নয় ও পাঁচ জনের বেশী নয় এমত সংখ্যক ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করিবেন এবং [illegible] নির্ব্বাচিত ব্যক্তিদিগকে অনুমোদন করেন তাহ [illegible] দিগকে পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করিবেন [illegible] জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] এইরূপে নির্ব্বাচিত কোন ব্যক্তিকে (সেই হেতু তাহ [illegible] করিতে হইবে) কোন হেতুতে পঞ্চায়তের সভ্য হইবার অনুপযুক্ত বিবেচনা করেন তাহা হইলে তিনি সেই গ্রামের একজন উপযুক্ত ও ঠিক অধিবাসীকে পঞ্চায়তের সভ্য নিযুক্ত করিবেন।

কিন্তু যে স্থানে ১৮৮৪ সনের বঙ্গীয় মিউনিসিপাল আইন খাটান হইয়াছে বা অতঃপর খাটান হইতে পারে সে স্থলে পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করা হইবে না।

এবং স্থানীয় গবর্ণমেন্টের এরূপ নির্দ্দেশ করিবার অধিকার থাকিবে যে, যে যে নির্দ্দিষ্ট স্থানের কথা কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপিত হইবে তথায় পঞ্চায়তের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা কম হয় এক জন [illegible] যাইতে পারিবে

(ক) যে [illegible] যে ইউনিয়ন [illegible] অধিবাসিগণ মধ্যে মান, সম্মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, সম্পত্তি এবং সততা ইত্যাদিতে [illegible] স্থান অধিকার করিয়াছে এমত ব্যক্তি পঞ্চাইত হওয়া বাঞ্ছনীয়। পূর্ব্বোক্ত কোন গ্রামে কিম্বা [illegible] কোন স্থানে [illegible] ধারা অনুসারে পঞ্চাইতের যোগ্য লোক না থাকিলে বিশেষ কারণ [illegible] একজন পঞ্চাইত ও হইতে পারে

সকল পঞ্চাইতের সমবেত কর্ত্তব্য কার্য্য।

(১) ৫ জন পঞ্চাইত মধ্যে ১ জন সভাপতি, (প্রেসিডেন্ট) একজন তহসিলকারী, এবং অপর তিন জন সহকারী থাকিবে, যদি পঞ্চাইতের মধ্যে কেহ তহশিল এবং লিখা পড়ার কার্য্য করিতে সম্মত না থাকে তবে তদতিরিক্ত একজন লোক মোহরের (সেক্রেটরী) নিযুক্ত হইবে

(২) ৫ জন পঞ্চাইত একত্র হইয়া কার্য্য সম্পাদন করিবেন, কার্য্য এই —

(ক) আইন ও নিয়মানুসারে টেক্স ধার্য্য করা।

(খ) চৌকিদারগণের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করা এবং ইউনিয়নের মধ্যে উচিত রূপে চৌকী [illegible] চৌকী দারের মহা [illegible] অধিক থানা থাকিতে পারে, কিন্তু কোন মহল্লায়ই ৮০ থানার কম এবং ১৫০ থানার অধিক থাকিবে না

(৩) ইউনিয়নের অফিস থাকিলে আফিসে, নচেৎ অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রতি মাসে এক কিম্বা ততধিক বার সমবেত হইয়া নিম্ন লিখিত কার্য্য করিবেন

(ক) চৌকীদারী টেক্স সম্পর্কে কেহ কোন আপিল করিলে তাহার মীমাংসা

(খ) ইউনিয়নের লোকের ইষ্টানিষ্ট সম্বন্ধে আলোচনা যথা চৌকীদারগণের আচরণ, শান্তি ভঙ্গের সম্ভাবনা এবং আশঙ্কা, বিশেষ কুচরিত্র লোকের আচরণ এবং সন্দেহের কারণ প্রভৃতি

(গ) সামান্য বিবাদের মীমাংসার জন্য পক্ষগণ আবেদন করিলে তাহার সালিশী মীমাংসা করিবেন, কিন্তু যে সমস্ত বিষয়ে সালিশী মীমাংসা করেন তজ্জন্য কোন ফিস লইতে পারিবেন না এবং উভয় পক্ষ সালিশীর প্রার্থী না হইলে ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না

(ঘ) পঞ্চাইতের মেম্বর কি ইউনিয়নের কর্ম্মচারিদের কাহার ও পদশূন্য হইলে তৎপদে নূতন লোক মনোনীত করিয়া রিপোর্ট করিবেন।

প্রত্যেক সভার কার্য্য বিবরণ সভাপতির ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে

প্রেসিডেন্টের (সভাপতির) কর্ত্তব্য কার্য্য।

১ ইউনিয়নের মধ্যে খুন, ডাকাইতি কিম্বা দাঙ্গা হইলে তৎসংবাদ পাওয়া মাত্র কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া তদ্বিষয়ের সংবাদ দেওয়ার যে বহি থাকে তাহাতে লিপিবদ্ধ করিয়া ঐ রিপোর্ট যে কোন উপায়ে পুলিশ থানায় পাঠাইতে হইবে।

২ চুরি, সিঁধচুরি গৃহদাহ, মুদ্রা কৃত্রিম করা, নোট প্রস্তুত করা, গুরুতর পীড়া জন্মান, দাঙ্গা, বিষাক্ত কি নিশাকর দ্রব্য খাওয়ান, মনুষ্য চুরি, এবং ঐ সকল অপরাধ করার উদ্যোগ, উপক্রম কি সহায়তা করা ও অপঘাত, সন্দেহ জনক এবং আকস্মিক মৃত্যু, যে সকল বিবাদ হইতে দাঙ্গা বা ভারি মারপিট হওয়ার সম্ভব চৌকীদার বিনা দ [illegible] কোন লোক ত করিলে এবং ইউনিয়নে কুচরিত্র এবং সন্দেহ চরিত্রের লোকের গমনাগমন এবং ইউনিয়নে কিম্বা পার্শ্ববর্ত্তী ইউনিয়নে সন্দিগ্ধ চরিত্রের লোকের আগমন সংবাদ পাইলে তাহা এবং অন্য যে বিষয় জানান আবশ্যক মনে করেন তদ্বিষয় প্রথম ডাকে থানায় পাঠাইবেন

(ক) ঘটনার সংবাদ দেওয়ার জন্য প্রত্যেক ইউনিয়নে একখানা বহি থাকিবে এবং যে সকল বিষয়ের সংবাদ দেওয়া যায় তাহা ঐ বহিতে লিখিতে হইবে, ঐ বহির প্রতি পৃষ্ঠায় নম্বর আছে, প্রথম ও দ্বিতীয় পাতার নিচে "কার্ব্বন পেপার" নামক কাল রঙ্গের এক প্রকার কাগজ দিয়া সকলের উপরের কাগজে ভাল কাট পেন্সিল দিয়া লিখিলে তিন খানা কাগজের তিন পৃষ্ঠায়ই এক প্রকার লিখা হইবে। তাহার প্রথম কাগজ খানা বহিতেই থাকিবে, দ্বিতীয় কাগজ খানা উপর দিয়া চিরিয়া লইয়া যথা সময়ে থানায় এবং তৃতীয় খানা সপ্তাহিক ডায়েরী সহ গাঁথিয়া জিলার কিম্বা সবডিভিসনের এলাকায় হইলে সবডিভিসনের মাজিষ্ট্রেট নিকট পাঠাইতে হইবে

৩ পঞ্চাইতের সভার কার্য্য বিবরণ এবং প্রেসিডেণ্ট অন্য যে বিষয় মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে জানাইতে চাহেন তৎবিবরণ লিখার জন্য প্রেসিডেণ্টকে একখানা দৈনিক (ডায়েরী) বহি রাখিতে হইবে সংবাদ বহিতে যেমন কার্ব্বন পেপার দিয়া লিখিতে হয় তদ্রূপ এই বহির এক পাতার নিচে "কার্ব্বন পেপার" দিয়া প্রথম পাতায় পেন্সিল দিয়া লিখিলে দ্বিতীয় পাতায় লিখা হইবে, প্রথম পাতা বহিতে রাখিয়া প্রতি সোমবার [illegible] পূর্ব্ব সপ্তাহের ডায়েরীর দ্বিতীয় পাতা সবডিভিসনের মাজিষ্ট্রেটের নিকট এবং সবডিভিসন না থাকিলে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট ডাকযোগে কিম্বা লোক দ্বারা (যাহা অধিক সুবিধা জনক হয়) পাঠাইতে হইবে।

৪ সভাপতি প্রত্যেক সোমবার চৌকীদারের হাজিরা [illegible], কোন

করেন তিনি যদি তাহা হইতে না পারেন তবে পঞ্চাইতগণ মধ্যে অন্য কাহাকে ও দিবা লওয়ার জন্য নিযুক্ত করিবেন। চৌকীদারগণ যে যে বিষয়ের সংবাদ গ্রামের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ দফাদারও যে স্থলে সম্ভবমত তাহা সংগ্রহ করিয়া দেন তাহারও রেজিষ্টারী এবং প্রেসিডেণ্ট এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন তজ্জন্য মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে আবশ্যকীয় ফরম এবং সংবাদের তালিকা দিবেন।

৫। যদি কতিপয় লোক একত্রিত হইয়া শান্তিভঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা কি আশঙ্কা জনক ঘটনার সংবাদ পাইলে প্রেসিডেণ্ট তৎক্ষণাৎ সেই জনতার স্থানে যাইয়া সেই জনতায় উপস্থিত ব্যক্তিগণকে অনতিবিলম্বে ভঙ্গ করিয়া পৃথক হইবার আজ্ঞা করিবেন, সেই জনতাস্থ ব্যক্তিগণকে ঐ আদেশ মান্য করিতে হইবে। আবশ্যক হইলে তিনি চৌকীদার কিম্বা অন্য লোকের সাহায্যে জনতা ভঙ্গ করিয়া দিবেন এবং জনতা ভঙ্গ হওয়ার জন্য কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা প্রয়োজন হইলে তাহাকে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১২৮ ধারার বিধান মতে গ্রেপ্তার করিয়া সবডিভিজনেল অফিসার হউন অথবা ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট সমীপে পাঠাইয়া দিবেন এবং তৎসঙ্গে মোকদ্দমার অবস্থা যুক্ত একখণ্ড রিপোর্ট পাঠাইবেন। অপরাধিগণ নির্দ্দিষ্ট তারিখে ও সময়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট উপস্থিত হওয়ার উপযুক্ত জামিন দিতে পারিলে তাহাদিগকে কার্য্যবিধির ৬৪ ধারা মতে জামিনীতে ছাড়িয়া দিয়া আপন রিপোর্ট সহ ঐ বিষয় মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। আসামী চালান করা হউক বা জামিনীতে ছাড়িয়া দেওয়া হউক সকল অবস্থায়ই ঘটনার সংবাদ অতি শীঘ্র নিকটস্থ থানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। জারীর জন্যে যে সকল পরওয়ানা প্রেরিত হয় প্রেসিডেণ্ট তাহা গ্রহণ করিয়া দফাদার কি চৌকীদার দ্বারা জারী করাইবেন এবং জারীর এফিডেবিট লইয়া এবং ঐ এফিডেবিট উচিত মত প্রস্তুত হইল কিনা তাহা দেখিয়া ঐ পরোয়ানা যে আদালত হইতে আগত হইয়াছে ডাকযোগে তাহা ঐ আদালতে ফেরত পাঠাইবে।

প্রেসিডেণ্ট ভিন্ন অন্যান্য প্রত্যেক মেম্বরের কর্ত্তব্য ।

১ নিম্ন লিখিত বিষয়ের সংবাদ পাওয়া মাত্র প্রেসিডেণ্ট নিকট রিপোর্ট করিবেন,

(ক) ইউনিয়নের অন্তর্গত স্থানে চোরা দ্রব্যের প্রাপ্ত গ্রাহক কিম্বা বিক্রেতা বা নিয়ত কিম্বা বিষয় কাঞ্চন বাস করার সংবাদ

(খ) যে ব্যক্তিকে পক্ষ ইত চোর, দস্যু পলাইত বন্দী, কি ফেরারি অপরাধী বলিয়া জানেন কিম্বা ঐ স্বরূপে সন্দেহ করেন সে বা তাহারা ইউনিয়নের অন্তর্গত কোন গ্রাম দিয়া চলিয়া যাওয়ার ও জানিতে পারিলে ঐ সংবাদ

(গ) যে অপরাধের জন্য হাজির জামিন লওয়া হইতে পারেনা সেই অপরাধে এবং ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭ কি ১৪৮ ধারানুসারে দণ্ডনীয় (বেআইনী জনতা কি হাঙ্গামা) কোন অপরাধ গ্রামের মধ্যে কি নিকট হইবে, কি হওয়ার অভিপ্রায় জানিতে পারিলে ঐ সংবাদ যে যে অপরাধে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না তাহার ফিরিস্তি নিম্নে দেওয়া গেল।

(ঘ) ইউনিয়নের মধ্যে কিম্বা তাহার নিকটে কোন ব্যক্তির আকস্মীক বা অপঘাত কি সন্দেহ জনক মৃত্যু।

(ঙ) দণ্ডবিধি আইনের ৩০২, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫১, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯ এবং ৪৬০ ধারার অপরাধ ইউনিয়নের মধ্যে কিম্বা বৃটিস ভারতবর্ষের মধ্যে কি বাহিরে ঘটনা হওয়া কিম্বা হওয়ার সম্ভবনা জানিতে পারিলে ঐ সংবাদ

(চ) শান্তি রক্ষার অপরাধ কিম্বা শরীর কি সম্পত্তি নিরাপদ থাকার ব্যাঘাত হওয়ার সম্ভব জনক যে সকল বিষয়ের সংবাদ দেওয়ার জন্য ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আদেশ করেন তদ্বিষয়ের সংবাদ

২ প্রেসিডেণ্ট আদেশ করিলে চৌকীদারের সাহায্যে হাজির হইবেন

পঞ্চাইতগণ মধ্যে টেক্স আদায কারী মেম্বারের কর্ত্তব্য ।

১। সাধারণ মেম্বরের সমুদয় এবং তদ্‌তিরিক্ত নিম্ন লিখিত কার্য্য করিতে হইবে।

(ক) যে স্থানে বেতন ভোগী পৃথক মোহরের (সেক্রেটরী) থাকে সেই স্থানে আদায় কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ এবং প্রতিপক্ষে অন্ততঃ একবার করিয়া হিসাব পরিদর্শন করিবেন। যে স্থানে মোহরের নাই নিজেই আদায় তহশিল এবং মোহরের সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিবেন

(খ) নিজে তহশিল কারী পঞ্চাইত কেনক রূপে চৌকীদারী হাজিরায় উপস্থিত থাকায় অক্ষম হইলে অন্য পঞ্চাইতকে ঐ কার্য্যের ভার দিতে পারিবেন

মোহরের (সেক্রেটারীর) কর্ত্তব্য ।

১। চৌকীদারী টেক্স আদায় করিবেন এবং হিসাব রাখিবেন ।

২। পঞ্চাইতের মোহরের স্বরূপ লিখা পড়ার সমুদয় কার্য্য এবং কার্য্য-বিবরণ লিপি বদ্ধ করিবেন

৩ চৌকীদারীর সপ্তাহিক হাজিরায় উপস্থিত থাকিবেন এবং দফাদারকে যে সকল খতিয়ান এবং অন্যান্য সংবাদ সংগ্রহ করিয়া থানায় দিতে হইবে তাহা সংগ্রহে সাহায্য করিবেন

৪ প্রেসিডেন্টের অনুপস্থিতে তাহার নামে যে সকল চিঠি পত্র আইসে গ্রহণ করতঃ খুলিয়া দেখিবেন এবং তাঁহার আদেশ তামিল করিবেন ; কিন্তু যে সকল লেফাফা বা খামের উপর গোপনীয় শব্দ লিখা থাকে তাহা খুলিতে পারিবেন না, ঐ লেফাফা বা খাম প্রেসিডেন্ট নিজে খুলিবেন।

৫। চৌকীদার ও দফাদারের বেতন বিলির ধার্য্য দিনে বেতনের টাকা সহ থানায় যাইয়া তাহাদের বেতন দিবেন এবং আপন প্রাপ্য ফিস্ আনিবেন।

যে সকল অপরাধে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না। তাহার তালিকা।

দণ্ড বিধির ধারা	অপরাধ
১১৫	প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের উপযুক্ত অপরাধের সহায়তা ঐ সহায়তা প্রযুক্ত সেই অপরাধ না করিলে
১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, [illegible]	দণ্ড বিধির যে সকল অপরাধ জন্য হাজির জামিন নেওয়া যাইতে পারে না। এমত অপরাধ করা গেলে এবং তাহার দণ্ডের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, ঐ সকল অপরাধের সহায়তা উদ্যোগ ও চেষ্টা
১২১	গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কি যুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করা কি যুদ্ধের সহায়তা করা।
১২১ক	রাজদ্রোহসূচক কোন কোন অপরাধ করিবার ষড়যন্ত্র
১২২	গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে অস্ত্রাদি সংগ্রহ করা
১২৩	যুদ্ধ করিবার কল্পনা স্থগিত করিবার মানসে তাহা গোপন রাখা
১২৪	আইন মতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্য বল পূর্ব্বক করাইবার কি নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে গর্ভনর জেনারেল প্রভৃতির প্রতি আক্রমণ
১২৪ক	গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরাগের ভাব উদ্রেক করা বা উদ্রেকের চেষ্টা করা।
১২৫	এসিয়া বাসী যে রাজা গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধি বন্ধনে বদ্ধ কি শান্তি ভাবাপন্ন তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কি ঐ যুদ্ধের সাহায্য করা।
১২৬	গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ কি শান্তি ভাবাপন্ন কোন রাজ্যের দেশে উপদ্রব করা
১২৭	১২৫ ও ১২৬ ধারার লিখিত মতে যুদ্ধ কি উপদ্রব দ্বারা প্রাপ্ত সম্পত্তি গ্রহণ
১২৮	রাজ কর্ম্মচারী স্বেচ্ছা পূর্ব্বক নিজ রক্ষণ হইতে রাজ বিদ্রোহী কিম্বা যুদ্ধে ধৃত বন্দিকে পলাইতে দেওয়া।
১৩০	তদ্রূপ বন্দির পলায়নের সাহায্য কি তাহাকে উদ্ধারকরা কি আশ্রয় দেওয়া কিম্বা পুনর্ব্বার ধৃত করণে বাধা দেওয়া
১৩১	সেনাপতি কি জমাদার কি সিপাহী কি নাবিক প্রভৃতির রাজ দ্রোহিতা করিবার সহায়তা, কি তাহাকে রাজ ভক্তি হইতে, কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিমুখী করিবার উদ্যোগ।

ধারা	অপরাধ	ধারা	অপরাধ
১৩২	রাজ বিদ্রোহের সহায়তা যদি সেই সহায়ত য় রাজবিদ্রোহ হয়		পূর্ব্বক বিপক্ষতা কি বাধা দেওয়া কিম্ব আইন মতে ধৃত কর ব্যক্তিকে ছাড়াইয় দেওয়া যাবজ্জীবন পেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে।
১৩৩	উপস্থিত কর্ম্মকারক স্বীয় পদের কার্য্য করিতেছেন এমত সময় তাঁহার প্রতি সেনাপতির কি যুদ্ধাদারের কি নাবিকের আক্রমণ করিবার সহায়ত।		
১৩৪	উক্ত আক্রমণের সহায়তা		প্রাণ দণ্ডের যোগ্য অপরাধ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কি ততধিক কাল দ্বীপান্তর পেরণ দণ্ডরূপ বিচার কি কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে।
১৯৪	যেন ব্যক্তির প্রাণ দণ্ডের অপরাধ সিদ্ধান্ত হয় এই মানসে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, কি মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করা।		
২১৮	যে অপরাধে প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইতে পারে তাহা করিবার ইচ্ছা গোপন রাখা ঐ অপরাধ করিলে		যে যে স্থলে প্রকার স্তরে দণ্ডের বিধান না থাকে সেই সেই স্থলে রাজকীয় কার্য্য কারক হইয়া ধরিবার একটি কয় কি পলাইতে দেওয়
২১৯	রাজকীয় যে কার্য্য কারকের যে অপরাধ নিবারণ কর্ত্তব্য তাহা করিবার পরন গোপন রাখা ঐ অপরাধের জন্যে প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইলে।	২২৬	দ্বীপান্তরে প্রেরিত হইয়া বেআইনী মতে প্রত্যাগমন।
		২২৭	দণ্ড না হইবার নিয়ম লঙ্ঘন
		২৩১	মুদ্রা কৃত্রিম কর কি কৃত্রিম করা সম্পর্কে কোন কার্য্য করা
২২২	ক্ষমতা প্রাপ্ত রাজ কর্ম্মচারী স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আদালত কর্ত্তৃক প্রাণ দণ্ডের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, দ্বাবৎসর কারা দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে ধরিতে অবহেলা করা।	২৩২	গবর্ণমেণ্টের মুদ্রা কৃত্রিম করা কি কৃত্রিম করা সম্পর্কে কোন কার্য্য করা।
		২৩৩	মুদ্রা কৃত্রিম করিবার যন্ত্র নির্ম্মান কি ক্রয় বিক্রয় করা
২২৫	আইন মতে কোন ব্যক্তি ধৃত না হইতে পারে তজ্জন্য বল	২৩৪	গবর্ণমেণ্টের মুদ্রা কৃত্রিম করিবার জন্য যন্ত্র নির্ম্মান কি ক্রয় বিক্রয়।

দণ্ড বিধির ধারা	অপরাধ
২৩৫	মুদ্রা কৃত্রিম করার জন্য কোন যন্ত্র ও দ্রব্য নিকটে রাখা গবর্ণমেণ্টের মুদ্রা হইলে।
২৩৬	ভারতবর্ষের মধ্যে থাকিয়া ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বাহিরে মুদ্রা কৃত্রিমের সহায়তা করা
২৩৭	মুদ্রা কৃত্রিম জ্ঞানে আমদানী কি রপ্তানি করা।
২৩৮	গবর্ণমেণ্টের মুদ্রা জ্ঞানে আমদানী কি রপ্তানি করা
২৩৯	মুদ্রা প্রাপ্তি কালে কৃত্রিম জ্ঞানে তাহা নিকটে রাখা ও অন্য ব্যক্তিকে দেওয়া।
২৪০	গবর্ণমেণ্টের মুদ্রা সম্পর্কে ঐ অপরাধ
২৪১	মুদ্রা প্রাপ্তি কালে কৃত্রিম না জানিয়া পরে তাহা কৃত্রিম জ্ঞানে অকৃত্রিম বলিয়া অন্যকে দেওয়া
২৪৩	কৃত্রিম মুদ্রা প্রাপ্তি কালে কৃত্রিম জ্ঞানে নিকটে রাখা
ঐ	গবর্ণমেণ্টের মুদ্রা প্রাপ্তি কালে কৃত্রিম জ্ঞানে নিকটে রাখা
২৪৪	মুদ্রা যে ওজনের যে ধাতুর যত দিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে তদন্যথায় টাকশালের কর্ম্মচারী মুদ্রা প্রস্তুত করা।
২৪৫	মুদ্রা প্রস্তুত করিবার কোন যন্ত্র টাকশাল হইতে বেআইনী মতে বাহির করিয়া নেওয়া
২৪৬	মুদ্রার ওজন কিম্বা তাহাতে যে ধাতু যত থাকা উচিত তাহা শঠতা ক্রমে ন্যূন করা
২৪৭	গবর্ণমেণ্টের মুদ্রার ওজন কিম্বা তাহাতে যে ধাতুর যত থাকিতে হয় তাহা শঠতা ক্রমে ন্যূন করা
২৪৮	কোন মুদ্রা অন্য প্রকারের মুদ্রার মত চালাইবার অভিপ্রায়ে তাহার আকার পরিবর্ত্তন করা
২৪৯	গবর্ণমেণ্টের মুদ্রা অন্য প্রকারের মুদ্রার মত চালাইবার অভিপ্রায়ে তাহার রূপ পরিবর্ত্তন করা
২৫০	মুদ্রা প্রাপ্তি কালে ঐ রূপ পরিবর্ত্তিত জানিয়া অপরকে দেওয়া
২৫১	গবর্ণমেণ্টের মুদ্রা প্রাপ্তি কালে তাহা রূপান্তর করা জানিয়া অন্যকে দেওয়া
২৫২	রূপান্তর করা মুদ্রা প্রাপ্তি কালে তাহা রূপান্তর করা জানিয়া অন্যকে দেওয়া
২৫৩	গবর্ণমেণ্টের মুদ্রা প্রাপ্তি কালে তাহা রূপান্তর করা জানিয়া নিকটে রাখা
২৫৪	মুদ্রা প্রাপ্তি কালে রূপান্তর করা না জানিয়া পরে অকৃত্রিম বলিয়া অন্যকে দেওয়া
২৫৫	গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাম্প কৃত্রিম করা।

ধারা নম্বর	অপরাধ
২৫৬	গবর্ণমেণ্টের ষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার যন্ত্র কি দ্রব্য নিকটে রাখা
২৫৭	গবর্ণমেণ্টের ষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার যন্ত্র নির্ম্মাণ কি তাহা বিক্রয় করা।
২৫৮	গবর্ণমেণ্টের কৃত্রিম ষ্টাম্প বিক্রী করা।
২৫৯	গবর্ণমেণ্টের কৃত্রিম ষ্টাম্প নিকটে রাখা
২৬০	গবর্ণমেণ্টের ষ্টাম্প কৃত্রিম জানিয়া অকৃত্রিম মতে ব্যবহার করা।
২৬১	গবর্ণমেণ্টের ষ্টাম্প যাহাতে থাকে এমত পত্রাদি হইতে কোন লিখন উঠাইয়া দেওয়া কিম্বা দলিলে যে ষ্টাম্প দেওয়া হয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে তাহা উঠাইয়া লওয়া।
২৮৬	সহজে জ্বলিয়া উঠে এমন দ্রব্য লইয়া কারবার করা।
৩০২	জ্ঞানকৃত বধ
৩০৩	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক জ্ঞানকৃত বধ।
৩০৪	অপরাধ যুক্ত নরহত্যা
৩০৫	বালকের কি ক্ষিপ্তচিত্ত কি বিকৃতমনা কি জড় কি উন্মত্ত ব্যক্তির আত্মঘাতের সহায়তা।
৩০৬	আত্মঘাতের সহায়তা।

ধারা নম্বর	অপরাধ
৩০৭	বধ করিবার উদ্যোগ যদি সেই উদ্যোগে কেহ আঘাত প্রাপ্ত হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডিত ব্যক্তির জ্ঞানকৃত বধের উদ্যোগ এবং তাহাতে যদি কেহ আঘাত প্রাপ্ত হয়
৩১০	ঠগী
৩১৩	গর্ভিণীর অনুমতি বিনা গর্ভপাত করান।
৩১৪	গর্ভপাত করার অভিপ্রায়ে গর্ভপাতে মৃত্যু হইলে। গর্ভিণীর অনুমতি বিনা গর্ভপাত করা হইলে
৩১৫	সন্তান জীবিত না জন্মিবার, কি ভূমিষ্ঠ হইলে মরিবার জন্যে কোন কার্য্য করা
৩১৬	অপরাধ যুক্ত নরহত্যার তুল্য কার্য্য দ্বারা গর্ভে জীবিত সন্তানকে বধ করান
৩২৬	সঙ্কট জনক অস্ত্র দ্বারা কি অন্য উপায়ে ইচ্ছা পূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মান
৩২৭	দ্রব্য কি মূল্যবান নিদর্শন পত্র হরণার্থে কি বেআইনী মত কার্য্য কি যে কার্য্য দ্বারা অপরাধ করা সুগম হয় তাহা করনার্থে ইচ্ছা পূর্ব্বক পীড়া দেওয়া
৩২৮	পীড়া জন্মাইবার নিমিত্তে অচেতন কারক বনিজ দ্রব্য সেবন করান।

দণ্ডবিধির ধারা	অপরাধ
৩২৯	দ্রব্য কি মূল্যবান পদার্থ হরণ করণার্থে কিম্বা বেআইনীমত বাধ্য কি যে যাহা দ্বারা অপরাধ করা সুগম হয় তাহা করণার্থে ইচ্ছা পূর্ব্বক গুরুতর পীড়া দেওয়া
৩৩০	দোষ স্বীকার করাইবার কি সম্বাদ পাইবার কি সম্পত্তি বল পূর্ব্বক উদ্ধার প্রভৃতি করিবার নিমিত্তে ইচ্ছা পূর্ব্বক পীড়া দেওয়া
৩৩১	অপরাধ স্বীকার করাইবার কি সংবাদ পাইবার কি সম্পত্তি বল পূর্ব্বক উদ্ধার প্রভৃতি করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা পূর্ব্বক গুরুতর পীড়া দেওয়া
৩৩৩	রাজকীয় কর্ম্মকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিবারণার্থে ইচ্ছা পূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মান
৩৩৬	কোন ব্যক্তির পরিমত কি বাহিত দ্রব্য চুরি করিয়া উদ্যোগে ব্যাকরণ কি পালায়ন যত কাল প্রকাশ করণ।
৩৬৩	মনুষ্য চুরি
৩৬৪	বধ করণার্থে মনুষ্য চুরি কি হরণ
৩৬৫	কোন ব্যক্তিকে গোপনে ও অন্যায় মতে কয়েদ করিবার জন্য তাহাকে চুরি কি হরণ।
৩৬৬	কোন স্ত্রীকে বিবাহ উদ্দেশে কি অন্য পুরুষের সঙ্গে অবিধি মতে সংসর্গ করা অভিপ্রায়ে তাহাকে চুরি
৩৬৭	কোন ব্যক্তিকে গুরুতর পীড়া দিবার কি দাস প্রভৃতি করিবার জন্য চুরি
৩৬৮	চুরি করা ব্যক্তিকে গোপনে কি বদ্ধ করিয়া রাখা।
৩৬৯	বালকের শরীর হইতে দ্রব্য হরণ করণার্থে তাহাকে চুরি করা।
৩৭১	নিত্য দাস ব্যবসা।
৩৭২	ব্যভিচারের জন্য বালিকাকে বিক্রয় করা কি ভাড়া দেওয়া
৩৭৩	সেই কার্য্যের জন্য বালিকাকে বিক্রয় করা কি প্রাপ্ত হওয়া।
৩৭৬	বলাৎকার
৩৭৮	অস্বাভাবিক অভিগমন।
৩৭৯	চুরি।
৩৮০	গৃহেতে বা তাম্বুতে কি নৌকা হতে চুরি
৩৮১	কেরাণী কি চাকর দ্বারা কর্ত্তা কি প্রভুর অধিকারস্থ সম্পত্তি চুরি
৩৮২	চুরি করণার্থে কিম্বা তাহা করিবার পরে পলায়নার্থে কিম্বা অপহৃত সম্পত্তি রাখিবার জন্য প্রাণ নাশ করিবার কি পীড়া দিবার কি অবরোধ করিবার কিম্বা প্রাণ নাশের কি পীড়ার

দণ্ডবিধির ধারা	অপরাধ
	আশঙ্কা জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া চুরি।
৩৮৬	প্রাণ নাশের কি গুরুতর পীড়ার ভয় জন্মাইয়া অপহরণ করা
৩৮৭	অপহরণ করনার্থে কোন ব্যক্তির প্রাণ নাশের কি গুরুতর পীড়ার ভয় জন্মান কি জন্মাইবার উদ্যোগ করা।
৩৮৮	প্রাণ দণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কি দশ বৎসর পর্যান্ত কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ করিবার ভয় দেখাইয়া চুরি করা
৩৮৯	অপহরণ করনার্থে কোন ব্যক্তির প্রাণ দণ্ডের কি যাবৎ জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের কি দশ বৎসর পর্যান্ত কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ করিবার ভয় জন্মান
৩৯২	দস্যুতা
ঐ	সূর্য্যাস্ত হইতে উদয় পর্য্যন্ত কোন কালের মধ্যে রাজ পথে দস্যুতা।
৩৯৩	দস্যুতার উদ্যোগ।
৩৯৪	দস্যুতা করনে কি করিবার উদ্যোগে কোন ব্যক্তির ইচ্ছা পূর্ব্বক পীড়া জন্মান কিম্বা সেই দস্যুতার কার্য্যে সাধারণ উদ্দেশ্যে অন্য ব্যক্তির লিপ্ত হওয়া।
৩৯৫	ডাকাইতি

দণ্ডবিধির ধারা	অপরাধ
৩৯৬	ডাকাইতির সময়ে জ্ঞান কৃত বধ।
৩৯৭	হত্যার কি গুরুতর পীড়ার উদ্যোগ সহিত ডাকাইতি কি দস্যুতা
৩৯৮	সাংঘাতিক অস্ত্র সঙ্গে রাখিয়া দস্যুতা কি ডাকাইতি করিবার উদ্যোগ
৩৯৯	ডাকাইতি করিবার উদ্যোগ
৪০০	নিয়ত ডাকাইতি করনার্থে দলবদ্ধ ব্যক্তিদের দলভুক্ত হওয়া
৪০১	নিয়ত চুরি করনার্থে দলবদ্ধ ভ্রমণ কারী ব্যক্তিদের দলভুক্ত হওয়া
৪০২	ডাকাইতি করনার্থে পাঁচ কি তদধিক জনের দলের মধ্যে থাকা।
৪০৩	অপরাধ ভাবে বিশ্বাস ঘাতকতা
৪০৭	বাহক কি ঘাট রক্ষক প্রভৃতি কর্ত্তৃক অপরাধ ভাবে বিশ্বাস ঘাতকতা
৪০৮	কেরাণী কি চাকর কর্ত্তৃক অপরাধ ভাবে বিশ্বাস ঘাতকতা
৪০৯	রাজকীয় কার্য্য কারক কিম্বা বণিক কি বাণিজ্য ব্যবসায়ী কি গোমস্তা প্রভৃতি কর্ত্তৃক অপরাধ ভাবে বিশ্বাস ঘাতকতা।

দণ্ড বিধির ধারা	অপরাধ
৪১১	চোরা মাল চোরা জানিয়া শঠতা ভাবে গ্রহণ
৪১২	চোরা দ্রব্য ডাকাইতি দ্বারা প্রাপ্ত জানিয়া শঠতা ভাবে গ্রহণ।
৪১৩	চোরা দ্রব্য নিয় নিয়ত ব্যবসা করা
৪১৪	চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া গোপনে কি হস্তান্তর করনে সাহায্য করা।
৪৩৬	ঘর প্রভৃতি নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে অগ্নি কি হটাৎ জ্বলিয়া উঠে এমত দ্রব্যের দ্বারা অপকার করা
৪৩৭	পোঝাই কি কুড়ি টন বোঝাই নৌকাদি নষ্ট কি ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে অপকার
৪৩৮	অগ্নি কি হটাৎ জ্বলিয়া উঠে এমত দ্রব্যের দ্বারা পূর্ব্ব ধারার লিখিত অপকার।
৪৩৯	চৌর্য্যাদি করিবার অভিপ্রায়ে নৌকাদি চড়ায় কি ডাঙ্গায় উঠান।
৪৪০	প্রাণ নাশের কি পীড়া প্রভৃতি জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া অপকার
৪৪৯	প্রাণ দণ্ডের উপযুক্ত কোন অপরাধ করিবার জন্যে পর গৃহে অনধিকার প্রবেশ।

দণ্ড বিধির ধারা	অপরাধ
৪৫০	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের উপযুক্ত কোন অপরাধ করণার্থে পর গৃহে অনধিকার প্রবেশ।
৪৫১	কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করণার্থে পরগৃহে অধিকার প্রবেশ
৪৫২	পীড়া জন্মাইবার কি আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিয়া পর গৃহে অনধিকার প্রবেশ
৪৫৩	লোক্কায়িত রূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহ ভেদ করা
৪৫৪	চুরি ইত্যাদি কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করণার্থে লোকাইত রূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহ ভেদ করা
৪৫৫	পীড়া জন্মাইবার কি আক্রমণ প্রভৃতি করিবার উদ্যোগ করিয়া লুক্কায়িত রূপে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহ ভেদ করা।
৪৫৬	রাত্রি যোগে লোকাইত রূপে পর গৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহ ভেদ করা
৪৫৭	চুরি ইত্যাদি কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করণার্থে রাত্রি-যোগে লোক্কায়িত রূপে পর গৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহে ভেদ করা

দণ্ডবিধির ধারা	অপরাধ
৪৫৮	পীড়া প্রভৃতি জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া রাত্রিযোগে লোক্কায়িত রূপে পর গৃহে অনধিকার প্রবেশ কি গৃহ ভেদ করা
৪৫৯	লোক্কায়িত রূপে পর গৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করা কালে গুরুতর পীড়া জন্মান।
৪৬০	রাত্রিযোগে গৃহ ভেদ করা প্রভৃতি দোষে মিলিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন কর্তৃক প্রাণ নাশ কি গুরুতর পীড়া জন্মান
৪৬৬	রাজকীয় কার্য্যকারকের রক্ষিত আদালত সম্পর্কীয় কোন রেকর্ড কিম্বা জন্ম রেজিষ্টরি প্রভৃতি কৃত্রিম করা।
৪৬৭	কোন মূল্যবান নিদর্শন পত্র কি উইল কিম্বা মূল্যবান নিদর্শন পত্র প্রস্তুত কি হস্তান্তর করার কিম্বা টাকা গ্রহণের ক্ষমতা পত্র কৃত্রিম করা।
	সেই মূল্যবান নিদর্শন পত্র ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের প্রমিসরি নোট হইলে
৪৬৮	বঞ্চনা করণার্থে কৃত্রিম করা
৪৯৩	বৈধ বিবাহিত না হইলেও কোন পুরুষ বঞ্চনা দ্বারা বিবাহ হইয়াছে স্ত্রীর এমত বিশ্বাস জন্মাইয়া তাহার সহিত সহবাস করা।
৪৯৫	যাহার সঙ্গে বিবাহ হইবে তাহার নিকটে পূর্ব্ব বিবাহের বৃত্তান্ত প্রকাশ না করিয়া ঐ অপরাধ করা।
৪৯৬	বিধি পূর্ব্বক বিবাহ হয় নাই জানিয়াও প্রতারণা পূর্ব্বক কোন ব্যক্তির বিবাহের অনুষ্ঠান করা
৫০৫	সৈন্যের অবাধ্যতা কি সাধারণের শান্তি ভঙ্গের অপরাধ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে মিথ্যা বৃত্তান্ত কি জনরব রাষ্ট্র করা

অন্যান্য আইন বিরুদ্ধ অপরাধে।

প্রাণ দণ্ড কি দ্বিপান্তর প্রেরণ দণ্ড কিম্বা সাত বৎসরের কি ততোধিক কাল কারাদণ্ডের যোগ্য হইলে।

তিন বৎসরের অধিক ও সাত বৎসরের ন্যূন কাল কারাদণ্ডের যোগ্য হইলে অস্ত্র বিষয়ক ১৮৭৮ ইংরেজী ১১ আইনের ১৯ ধারার অপরাধ ভিন্ন অন্যান্য সকল প্রকার অপরাধ।

জামিন যোগ্য যে সকল অপরাধের বিষয় সংবাদ দেওয়া পঞ্চাইতের কর্ত্তব্য তাঁহার লিষ্ট নিম্নে দেওয়া গেল।

[illegible]	অপরাধ
১৪৭ ও ১৪৮	হাঙ্গামা।
৩২৫	গুরুতর পীড়া।
৪৩৫	অগ্নি দ্বারা কি * বা করিয়া জলিয়া উঠে এমত দ্রব্যের দ্বারা ১০০তদধিক টাক মূল্যের কিম্বা কৃষি জাত দ্রব্য হইলে ১০ কি তদধিক টাকা মূল্যের ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে অপকার করা

নোট। কোন ঘটনার সংবাদ পাইলে শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদেশ ভিন্ন কোন প্রেসিডেণ্ট কি পঞ্চাইত তাহার তদন্ত করিতে কি এজাহার লইতে পারিবে না, কেবল ঘটনার বিবরণ সংবাদ দেওয়ার যে বহি থাকিবে তাহাতে সংক্ষেপে লিপি করিয়া থানায় পাঠাইবেন এবং থানায় যাইয়া এজাহার করিতে আদেশ করিবেন

এক জেলার মাজিষ্ট্রেট কমিশনর সাহেবের মঞ্জুরি লইয়া লিখিত হুকুম অনুসারে সময়ে সময়ে তাঁহার এই আইনানুযায়িক সমস্ত ক্ষমতা বা উহার কোন

জেলার মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ক্ষমতার্পণের কথা

অংশ আপন অধীনস্থ কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা পোলীশের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন। এবং ঐরূপ কোন হুকুম অনুসারে ও ঐরূপ মঞ্জুরি লইয়া ঐরূপ অর্পিত ক্ষমতা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(ক) সব প্রচলিত প্রথানুসারে চৌকীদারী কার্য্য সম্পর্কে পোলিসের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখাই গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা, সুতরাং চৌকীদারী আইনানুসারে পোলিসের ডিষ্টীক্ট সুপারিটেণ্ট সাহেবকে কোন ক্ষমতা দেওয়া হইবে না, কেবল মাত্র দফাদার নিযুক্ত করিতে হইলে পূর্ব্বে তাহার মঞ্জুরি লওয়া আবশ্যক হইবে, অন্য কোন বিষয় তাহার সঙ্গে কোন সংশ্রব নাই। জিলার মাজিষ্ট্রেট এবং শ্রীযুক্ত কমিসনার সাহেব বাহাদুরের মঞ্জুরী মতে ক্ষমতা প্রাপ্ত সবডিভিসনের মাজিষ্ট্রেট এবং যে কোন শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটই এই আইন মতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

গ্রাম নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতার কথা।

৪ ধারা। জেলার মাজিষ্ট্রেটের হাতে যে জেলায় ভার থাকে তিনি সময়ে সময়ে তাঁহার স্বাক্ষরযুক্ত লিখিত হুকুমানুসারে সেই জেলাস্থিত কোন স্থান বা বসতবাটীর সমষ্টিকে এই আইনের প্রয়োজনার্থ গ্রাম বলিয়া ব্যক্ত করিতে পারিবেন।

(ক) সাধারণতঃ ৬০ হইতে ১৫০ খানাতে একজন চৌকীদার নিযুক্ত হইবে এই প্রকার একজন চৌকীদারের এলাকাকে "বিট" বলা যায়। বিশেষ কারণ ভিন্ন সচরাচর ১০ জন চৌকীদারের এলাকার নিকট বর্ত্তী এবং এক প্রকার স্বার্থ সম্পন্ন দশটী বিট একযোগ করিয়া একটী ইউনিয়ন গঠিত হইবে, বিশেষ কারণে এক ইউনিয়নের দশ জন চৌকীদারের ন্যুনাধিক থাকিতে পারিবে প্রত্যেক ইউনিয়নে অন্যূন্য একজন দফাদার থাকিবে

(খ) এক বা ততধিক মৌজা কি গ্রামে এক ইউনিয়ন গঠিত হইলে সমুদয় মৌজা কি গ্রাম একগ্রাম বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

গ্রামীক লোকের প্রার্থনা মতে পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

৫ ধারা। কোন এক গ্রামনিবাসী বয়োপ্রাপ্ত পুরুষদের অধিকাংশ লোক জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে সেই গ্রামে পঞ্চায়ত নিযুক্ত করিবার দরখাস্ত লিখিয়া স্বাক্ষর করিলে, তিনি সেই গ্রামের অন্তর্গত ঘরের সংখ্যা বিবেচনা না করিয়া এই আইনমতে সেই গ্রামে পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং সেই পঞ্চায়তেরও সেই গ্রামের প্রতি এই আইনের সমস্ত বিধান বর্ত্তিবে।

৬ ধারা। পঞ্চায়তের কোন সভ্য মরিলে কিম্বা তাঁহার পঞ্চায়তি পদ রহিত হইলে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার স্বাক্ষরিত লিখানুসারে উক্ত মৃত বা বহিষ্কৃত সভ্যের পরিবর্ত্তে পঞ্চায়তের সভ্যের পদে নিযুক্ত করণার্থে কোন যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে ৩০ দিনের মধ্যে মনোনীত করিতে পঞ্চায়তের অবশিষ্ট সভ্যদের প্রতি আদেশ করিবেন, এবং মনোনয়ন অনুপযুক্ত বিবেচনা না করিলে, ঐরূপ মনোনীত ব্যক্তিকে পঞ্চায়তের সভ্যের পদে নিযুক্ত করিবেন।

পঞ্চায়তের পর্য্যায়ের কথা।

কিন্তু কোন ব্যক্তিকে ঐরূপে মনোনীত করা না গেলে কিম্বা যে ব্যক্তিকে মনোনীত করা যায় জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে কারণ লিপিবদ্ধ করেন, সেই কারণে তাঁহার মতে উক্ত ব্যক্তি পঞ্চায়তের সভ্যের পদে নিযুক্ত হইবার অযোগ্য হইলে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব একজন যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে পঞ্চায়তের সভ্যের পদে নিযুক্ত করিবেন।

(ক) মৃত্যু কি অন্য কারণে কোন পঞ্চাইতের পদ শূন্য হইলে বর্ত্তমান নিয়মানুসারে অবশিষ্ট পঞ্চাইত গণই ঐ স্থলে নিযুক্ত করার জন্যে ইউনিয়নবাসী অন্য একজন সম্ভ্রান্ত লোক মনোনীত করিয়া রিপোর্ট করিবেন তজ্জন্য জিলা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া থাকা নিষ্প্রয়োজন যে পঞ্চাইতের কার্য্যে তিনি নিযুক্ত হন ঐ ব্যক্তির কার্য্য কাল যে সময়ে শেষ হইত নূতন নিযুক্ত ব্যক্তির কার্য্য কালও সেই সময়ে শেষ হইবে

(৯ ধারা দেখ)

৭ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন গ্রামনিবাসী কিম্বা তদন্তর্গত ভূমির অধিকারী কি ভোগী না হইলে কিম্বা তদ্রূপ ব্যক্তির তৎস্থানীয় গোমস্তা না হইলে তিনি এই আইন মতে সেই গ্রামের পঞ্চায়তের পদে নিযুক্ত হইবেন না। কিন্তু ঐ ভূম্যধিকারী কিম্বা তৎস্থানে গোমস্ত ঐ গ্রামের কোন স্থান হইতে এক মাইলের মধ্যে বাস না করিলে তিনিও সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন না।

পঞ্চায়তের কর্ম্মের যোগ্যতার কথা।

(ক) ইউনিয়নের বাসিন্দাগণ মধ্যে মান সম্ভ্রম প্রতিপত্তি বিদ্যা বুদ্ধি

সম্পত্তি এবং সচ্চরিত্রে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত ব্যক্তিগণই পঞ্চাইত হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হইবেন।

৮ ধারা। কোন ব্যক্তি পঞ্চায়তে নিযুক্ত হইয়া সেই পদ গ্রহণ করিতে স্বীকার না করিলে কিম্বা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঐ পদের কর্ম্ম করিতে ত্রুটি করিলে ও নিযুক্ত হইবায় কিম্বা কর্ম্ম না করিবার তারিখ অবধি তিন দিনের মধ্যে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সদোধমতে তাঁহার ত্রুটি করার যথেষ্ট কারণ না জানাইলে, তাঁহার সেই অর্থদণ্ড পঞ্চাশ টাকার অধিক হইবে না

পঞ্চায়তের কর্ম্ম করিতে অস্বীকার করিবার দণ্ডের কথা।

কিন্তু এই ধারার বিধানমতে কোন ব্যক্তি অর্থদণ্ড দিলে তাঁহার সেই পঞ্চায়তের পদ তৎকালেই রহিত হইবে এবং ঐ অর্থদণ্ড প্রদানের তারিখ অবধি তিন বৎসর গত না হইলে তিনি পুনর্ব্বার পঞ্চায়তের কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন না।

(ক) এই ধারার বিধান মতে পঞ্চাইতের যে অর্থদণ্ড হয় তাহা ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি ও কার্য্য বিধির বিধানানুসারে আদায় হইবে (বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের ১৮৬৭ ইং ৫ আইনের ৪ধারা দ্রষ্টব্য)

৯ ধারা। ৩ ধারামতে নিযুক্ত পঞ্চায়তের প্রত্যেক সভ্য তিন বৎসর কালের নিমিত্ত নিযুক্ত হইবেন ৬ ধারামতে নিযুক্ত পঞ্চায়তের প্রত্যেক সভ্য যে সভ্যের পদে নিযুক্ত হন, সেই সভ্য যত কালের নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়া ছিলেন তাহার অবশিষ্টাংশের তুল্য কাল নিমিত্ত মাত্র নিযুক্ত হইবেন

যে কালে নিমিত্ত পঞ্চায়ত নিযুক্ত হইবে তাহার কথা

৯ক ধারা। পঞ্চায়তের কোন সভ্যের পদের কাল অতীত হইলে পর, যাবৎ তিন বৎসর গত না হয়, তাবৎ তাঁহার সম্মতি বিনা তাঁহাকে পঞ্চায়তের সভ্যের পদে আবার নিযুক্ত করিতে হইবে না।

পঞ্চায়তী কর্ম্ম হইতে অব্যাহতির কথা

১০ ধারা। পঞ্চায়তের সভ্যের যে কালের জন্য নিযুক্ত হন, সেই

নূতন পঞ্চায়ৎ নিয়োগকথা

কাল অতীত হইলে, জিলার মাজিষ্ট্রেট ১।২।৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে নূতন পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করিবেন। উক্ত নূতন পঞ্চায়ৎ যত কাল নিযুক্ত না হন, ততকাল বিদায়েদত্ত পঞ্চায়ৎ পঞ্চায়তের সমুদায় কর্ম্ম করিতে থাকিবেন

(খ) বাঙ্গালা সনের প্রথম অর্থাৎ ১লা বৈশাখ হইতে নূতন পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করাই সুবিধা জনক, তাহা হইতে না পারিলে প্রত্যেক কোয়াটারের প্রথম অর্থাৎ ১লা শ্রাবণ, ১লা কার্ত্তিক, কিম্বা ১লা মাঘ, হইতে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য।

পঞ্চায়ত কোন সভ্যকে অবসর করিবার ক্ষমতার কথা।

১০ ধারা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বীয় স্বাক্ষরিত অনুজ্ঞাপত্র দ্বারা পঞ্চায়তের কোন সভ্যকে অবসর করিতে কিম্বা কর্ম্ম হইতে ছাড়াইতে পারিবেন।

চৌকীদারের সংখ্যা জেলার মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক অবধারিত হইবার কথা

১১ ধারা কোন গ্রামে কতজন চৌকীদার নিযুক্ত করিতে হইবে জেলার মাজিষ্ট্রেট তাহা অবধারিত করিবেন।

কিন্তু কমিশনার সাহেবের মঞ্জুরী ব্যতীরেকে প্রতি বাইট থানি বাড়ীর নিমিত্ত একজনের বেশী চৌকীদার থাকিবে না

(ক) শ্রীযুক্ত অনারেবল মিঃ সেভেজ সাহেব কমিশনার বহুরের প্রচলিত নিয়মাবলীতে ৬০ খানার ন্যূন ও ১৫০ খানার উর্দ্ধে একজন চৌকীদার রাখার বিধান নাই।

(খ) যে সকল থানার বশত আছে "থানা" শব্দে কেবল তাহাই বুঝাইবে বশত বিহীন বাটী "থানা" শব্দে গণ্য নহে

চৌকীদারের বেতন জেলার মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক অবধারিত হইবার কথা।

১২ ধারা যে সকল চৌকীদার নিযুক্ত করা হয় জেলার মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক তাহাদের বেতন অবধারিত হইবে।

কিন্তু ঐ বেতন মাসে দুই টাকার কম ও ছয় টাকার বেশী হইবে না।

(ক) বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থানেই চৌকীদারগণ মাসিক ৫৲ টাকা

দফাদার মাসিক ৬ টাকা বেতন পাইয়া থাকে

১৩ ধারা পঞ্চায়ৎ প্রতি বৎসর প্রতি গ্রামে এমন একটী কর বসাইবেন যাহা চৌকীদারদের বেতন ও সাজসজ্জার জন্য যত টাকা দরকার হয় তত টাকার সমান হইবে এবং কর আদায় করিবার খরচ দিবার জন্য এবং বাকী দারদের নিকট কর আদায় না হওয়ার দরুণ যে ক্ষতি হয় তাহা পূরণ করিবার জন্য প্রথমোক্ত টাকার উপর শতকরা ১৫৲ পনর টাকার সমান হইবে

কর বসাইয়া বেতনের টাকা তুলিবার কথা

(ক) এক ইউনিয়ন ভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম এবং ভিন্ন ভিন্ন চৌকীদারের বিট হইতে ভিন্ন ভিন্ন হারে চৌকীদারের বেতন আদায় হইবেনা।

এক ইউনিয়নে যে কয়েক গ্রাম কি মৌজ কি পাড়া থাকে তাহার সমুদয় একগ্রাম গণ্য হইবে দফাদার এবং চৌকীদারের বেতন এবং তাহাদের এক ছুট পোষাকের অর্দ্ধেক মূল্য এবং তদোপরি শতকরা ১৫৲ টাকা হারে তহশিল খরচ ইত্যাদি ধরিলে বার্ষিক যত টাকার আবশ্যক হয়, সমস্ত ইউনিয়নের বাসিন্দার অবস্থা এবং সঙ্গস্থা বিবেচনায় তুল্য হারে টেক্স ধার্য্য করিতে হইবে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামবাসী একপ্রকার অবস্থাপন্ন লোকের টেক্স তুল্য হইবে, কখনও ভাল অবস্থাপন্ন লোকের টেক্স কম এবং নিম্ন অবস্থাপন্ন লোকের টেক্স অধিক কি ইউনিয়নের এক অবস্থাপন্ন লোকের টেক্স ন্যূনাধিক করিতে পারিবে না সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন অবস্থাপন্ন লোকের বার্ষিক ৶০ আনা ধার্য্য করিয়া অবস্থানুসারে উপরের দিগে টেক্স বৃদ্ধি করিয়া নিলেই কোন ব্যক্তির কোন আপত্তির কারণ থাকিবে না।

(খ) দফাদার এবং চৌকীদারকে ২ বৎসরে একবার পোশাক দিতে হইবে, সুতরাং তাহাদের পোশাকের মোট মূল্য যাহা ৩য় প্রতি বৎসর তাহার অর্দ্ধেক মূল টেক্স ধার্য্য করিলেই যথেষ্ট হইবে অনারেবল শ্রীযুক্ত সেভেজ সাহেব বাহাদুরের চিঠিতে জানা যায় চৌকীদারের এক প্রবস্ত পোশাকের মূল্য ৩০ আনা মাত্র সুতরাং এক চৌকীদারের পোশাকের মূল্য বাবতে প্রতি বৎসর মং ১৷৷৵০ আনার অধিক টেক্স ধার্য্য করার প্রয়োজন নাই।

(গ) কোন ইউনিয়নে ১ জন দফাদার এবং ১০ জন চৌকীদার থাকিলে এবং দফাদারের বেতন মাসিক ৬৲ টাকা এবং চৌকীদারের বেতন মাসিক ৫৲ টাকা হইলে ঐ ইউনিয়নে নিম্ন লিখিত মতে বার্ষিক মং ৭৯৩৶০ টেক্স ধার্য্য করিলেই হইবে যথ

১০ জন চৌকীদারের বেতন মাসিক ৫৲ টাকা হিসাবে	৬০০৲
১ জন দফাদারের বেতন মাসিক ৬৲ টাকা হিসাবে	৭২৲
১১ জন লোকের পোশাকের মূল্য অন্দেক মোট	১৭৮৶০
মোট	৬৮৯৮৶০
শতকরা ১৫৲ টাকা হিসাবে তহশিল ফিস্ ইত্যাদি	১০৩ ০
সর্ব্ব মোট	৭৯৩৶০

(ঘ) পূর্ব্ব সনের ধার্য্য টেক্স মধ্যে খরচ বাদ যে টাকা তহবিলে থাকে তাহা পর সনে জমা করিতে হইবে এবং যত টাকা ধার্য্য থাকা আবশ্যক তাহা হইতে পূর্ব্ব সনের টাকা বাদ দিয়া বাকী টাকা ধার্য্য করিতে হইবে যথা ১৩১১ সনের তহবিলে ৫৲ টাকা থাকিলে ১৩১২ বাং সনে জমা করিয়া ঐ সনে ৭৯৩৶০ আনা যে ধার্য্য করা আবশ্যক, তাহা হইতে ঐ ৫৲ টাকা বাদ দিয়া ৭৮৮৶০ আনা ধার্য্য করিতে হইবে।

(২৪ ধারা দ্রষ্টব্য)

যে সকল ব্যক্তির উপর কর বসান যইতে পারিবে তাহাদের কথা।

১৪ ধারা। কোন গ্রামে যে সমস্ত ব্যক্তি বাড়ীর অধিকারী বা দখলকার থাকেন সেই সমস্ত ব্যক্তির উপর এবং সেই গ্রামের মধ্যে যে ব্যক্তির থাজানা আদায়ের কাছারী থাকে সেই ব্যক্তির উপর এই আইনের প্রয়োজনার্থ কর বসান যাইতে পারে।

(ক) কাছারি, থানা, স্কুল পোষ্টাফিস ইত্যাদি গবর্ণমেণ্টের গৃহ যাহাতে লোক বাস করেনা তাহার উপর চৌকীদারি টেক্স ধার্য্য হইবেনা। যদি কোন ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহাতে বাস করে তবে ঐ ব্যক্তিকে টেক্স দিতে হইবে। (মিউনিসিপাল টেক্স সম্পর্কে ১৮৮০ ইংরেজী ২৮ শে এপ্রিল তারিখের গবর্ণমেণ্ট রিজলিউশন দ্রষ্টব্য)

১৫ ধারা। কোন গ্রামে এই আইনের কার্য্যের নিমিত্ত যে কর ধার্য্য

যে প্রকারের যত টাকা কর ধার্য্য হইবে তাহার বর্ণনা।

করিতে হইবে তাহা কর দিবার যোগ্য ব্যক্তিদের সঙ্গতি ও তাহাদের রক্ষণীয় সম্পত্তি অনুসারে নিরূপণ হইবে কিন্তু মাসে কোন ব্যক্তির এক টাকার অধিক ধার্য্য হইবে না ও পঞ্চায়তের বিবেচনায় যে ব্যক্তিরা দুরবস্থা প্রযুক্ত মাসে ৵১০ আনা দিতে না পারে তাহারা এই আইন মতে করদায় হইতে একেবারে মুক্ত হইবে

মন্তব্য। পঞ্চাইতগণ যাহাকে ইচ্ছা তাঁহকে টেক্স হইতে বর্জ্জিত করিতে পারিবে না কোন কোন স্থানে পঞ্চাইতগণ তাহাদের ইচ্ছানুসারে তাহাদের আত্মীয়, গ্রামের পুরোহিত এবং নাপিত ধুপা মেথর ইত্যাদিকে টেক্স হইতে বর্জ্জিত করিয়া উপায়হীন ব্যক্তিকে টেক্স ধার্য্য করিতে দেখা গিয়াছে। ইহা অন্যায়, এ বিষয়ে পঞ্চাইত গণের স্বাধীন মত পরিচালনের অধিকার নাই। যে সকল লোক কোন প্রকার সনে ৵৬ পাই দেওয়ার অধিক কেবল তাহারাই টেক্স হইতে বর্জ্জিত হইবে অন্য কোন কারণে বর্জ্জিত হইবে না

(খ) কোন পুরুষ শারীরিক পীড়া প্রযুক্ত কার্য্য করার অক্ষম হইলে কেবল তাহাকেই টেক্স হইতে বর্জ্জিতের যোগ্য মনে করিতে হইবে।

(গ) কোন স্ত্রীর ভরণ পোষণের কিছু মাত্র উপায় না থাকিলে টেক্স হইতে বর্জ্জিত থাকিবে, কিন্তু যদি তাহার জমীজমা খেত কৃষি এবং টাকা লগ্নি ইত্যাদি কারবার বা অন্য প্রকার উপার্জ্জন থাকে তবে সে টেক্স হইতে বর্জ্জিত থাকিতে পারিবে না।

১৫ ক ধারা। কোন গ্রামে পঞ্চাইত নিযুক্ত হইলে, জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ পঞ্চায়তকে এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, ঐ গ্রামে যে ব্যক্তির চৌকীদারী কর দিবার যোগ্য লোক হয়, পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত হইবার পর এক মাসের মধ্য তাঁহাদের ঐ গ্রামে চলিত সন অনুসারে বৎসরের অবশিষ্ট কয়েক দিনের ঐ কর ধার্য্য করিয়া নির্ঘণ্টপত্রে লেখন এই আইনের ১৬ ধারার উল্লিখিত নির্ঘণ্টপত্রে যে যে বৃত্তান্ত লিখিবার আদেশ আছে তাহা সেই নির্ঘণ্টপত্রে লিখিত হইবে ঐ নির্ঘণ্টপত্র প্রস্তুত হইলে অগৌণে ঐ গ্রামের কোন প্রকাশ্য স্থানে প্রচার করিতে হইবে।

স্থল বিশেষ এক মাসের মধ্যে পঞ্চায়তের কর ধার্য্য করিবার কথা।

ঐ নির্ঘণ্টপত্রের কার্য্য ১৫ দিনের মধ্যে সফল হইবার কথা

১৫খ ধারা। উক্ত প্রকারে যে কর ধার্য্য হয় তাহা ঐ নির্ঘণ্ট পত্র প্রকাশ হইবার সময়াবধি পঞ্চদশ দিনের পরেই প্রচলিত হইয়া গণ্য হইবে।

কর ধার্য্য করিবার ফলের কথা

১৫গ ধারা। উক্ত প্রকারে যে কর ধার্য্য হয় তাহা এই আইনের বিধান অনুসারে নির্দ্ধারিত কর জ্ঞান হইবে ও তন্মধ্যে যত টাকা ধার্য্য হয় তাহা তদনুক্রমে আদায় ও বলএমে গ্রহণ করা যাইতে পারিবে।

যে সময়ে ও যেরূপে কর ধার্য্য হইবে তাহার কথা।

১৬ ধারা। পঞ্চায়ত গ্রামের চলিত সনের প্রথম দিবসের পূর্ব্ব দুই মাস পূর্ব্বে ঐ কর দিবার যোগ্য ব্যক্তিদের কর নির্ব্বাপণ করিয়া নির্ঘণ্ট পত্রে লিখিয়া দিবেন যাহারা কর দিবার যোগ্য তাহাদের প্রত্যেক জনের নাম ও ব্যবসা কি বাণিজ্য কি অন্য বর্ণন ও মাসে মাসে কত করিয়া দিতে হইবে এই সকল কথা ঐ নির্ঘণ্ট পত্রে লেখা হইবে। উক্ত দুই মাস শেষ হইবার ন্যূনকল্পে পঞ্চদশ দিন থাকিতে পঞ্চায়ত ঐ গ্রামের কোন প্রকাশ্য স্থানে ঐ নির্ঘণ্ট পত্র প্রচার করাইবেন

(ক) এই ধারার মালিক শব্দের পরিবর্ত্তে ঐ মালিক শব্দ বুঝিতে হইবে (১৮৭১ ইং ১ আইনের ২১ ধারা দ্রষ্টব্য)

(খ) কোন ইউনিয়নে লোকগণ প্রবল হইবে তাহা ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নির্ণয় করিবেন।

(গ) ৫ জন পঞ্চাইত সমবেত হইয়া টেক্স ধার্য্য করিবেন এবং ধার্য্য ফর্দ্দি দস্তখত করিবেন।

(ঘ) নব বিধানুসারে কোন বাণিজ্য টেক্স ধার্য্য বিষয়ে আপত্তি করিলে পঞ্চাইতগণ নিজেই তাহাদের মিটিংএ (সভায়) তাহা মীমাংসা করার ক্ষমতা পাইয়াছেন।

(ঙ) নূতন বৎসর আরম্ভ হওয়ার দুই মাস পূর্ব্বে পঞ্চাইতগণ টেক্স ধার্য্যের লিষ্ট প্রস্তুত করিবেন এবং ১৫ দিনের পূর্ব্বে সর্ব্ব সাধারণের অবগতির জন্য ঐ লিষ্ট প্রচার করিবেন।

১৭ ধারা। কোন বৎসরে পঞ্চায়ত নূতন কর ধার্য্য না করিয়া পূর্ব্ব বৎসরের অবধারিত কর সংশোধন করিতে নিশ্চয় করিলে তাহা করিতে পারিবেন, ঐ সংশোধিত নির্দ্ধারিত তালিকা প্রকাশ করিতে হইবে এবং তাহা পূর্ব্বোক্তমতে প্রকাশ করা হইবে।

পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত কর প্রবল রাখিবার ক্ষমতার কথা

(ক) প্রত্যেক সনে নূতন কর ধার্য্য না করিয়া গ্রামের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হওয়ায় করের হার যে পরিমাণ ন্যূনাধিক করা আবশ্যক হয় তাহার পরিবর্ত্তন, এবং যে লোক গ্রাম ত্যাগ করিয়া যায় তাহা বাদ দিয়া যাহারা আইসে তাহাদের নাম যোগ করিয়া লইলেই চলিতে পারে এই অবস্থায় ও বৎসর আরম্ভ হওয়ার ১৫ দিন পূর্ব্বে ঐ সংশোধিত লিষ্ট প্রচার করিতে হইবে

১৮ ধারা। অবধারিত করের যে নির্ঘণ্টপত্র উক্ত প্রকারে প্রস্তুত কি সংশোধিত করা যায় কি প্রবল করা যায় তাহার প্রকাশ হইবার তারিখের পর গ্রামের চলিত সনের যে নূতন বৎসর হয় তাহার প্রথম দিবসাবধি এক বৎসর প্রবল থাকিবে ও এই আইনের বিধান মতে যতকাল করের অন্য পত্র উচিত মতে প্রস্তুত ও সংশোধিত হইয়া না চলে ও প্রবল না করা যায় ততকাল প্রবল থাকিবে

নির্দ্ধারিত কর যত কাল প্রবল থাকিবে তাহার কথা

(ক) এই প্রকার নির্ঘণ্ট পত্র প্রস্তুত কি সংশোধিত হইয়া প্রকাশ হওয়ার পর গ্রামের প্রচলিত সনানুসারে ১ বৎসর কাল এবং এই আইন মতে অন্য ফর্দ্দ প্রস্তুত ও সংশোধিত হইয়া প্রবল না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা প্রবল থাকিবে কিন্তু একবার টেক্স ধার্য্যের পর এবং তাহা পুনঃ সম্পূর্ণ রূপে সংশোধিত হওয়ার পূর্ব্বে কোন নূতন লোক আসিয়া বসত বাস করিতে আরম্ভ করিলে তাহার টেক্স ধার্য্য বিষয়ে আইনে কোন বিধান দেখা যায় না

১৯ ধারা। কোন ব্যক্তির যত কর ধার্য্য হইয়াছে তিনি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইলে ঐ করের নির্ঘণ্ট পত্র প্রকাশ হইবার তারিখ অবধি একমাস মধ্যে মুখে কিম্বা লিখিয়া পঞ্চায়তের নিকটে ঐ করের পত্র সংশোধন হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন। পঞ্চায়ৎ সেই নির্দ্ধারিত স্থিরতর রাখিতে

নির্দ্ধারিত কর সংশোধন করিবার ক্ষমতার কথা

কিম্বা সংশোধন করিতে পারিবেন

(ক) অনারেবল শ্রীযুক্ত মিঃ সেণ্ডেজ সাহেব বাহাদুরের নূতন [illegible] বিধান মতে টেক্স আপত্ত্য সম্পর্কে পঞ্চাইতগণ যে মীমাংসা করেন তাহা চুরান্ত হইবে দেখা যায়, এবং তজ্জন্য জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে কিছু করিতে হইবে এমত বুঝা যায় না।

(খ) টেক্স ধার্য্যের আপত্তি সম্পর্কে কোন লিখিত দরখাস্ত না করিয়া পঞ্চাইতগণের নিকটে মৌখিক আপত্তি করিলেই যথেষ্ট হইবে। কোন লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিলেও ষ্টাম্প দিতে হইবে না।

সেই করের পত্র জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের পুনর্দৃষ্টি করিবার কথা

২০ ধারা। পঞ্চায়ৎ করের নির্দ্দিষ্টপত্র সংশোধন সম্পর্কীয় যে আজ্ঞা করেন তাহার উপর আপীল করিবার অধিকার আছে বলিয়া কেহ আপীল করিতে পারিবেন না; কিন্তু জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কোন গ্রামের নির্দ্ধারিত করের সাধারণ নির্দ্দিষ্ট পত্র আনাইতে পারিবেন, এবং ঐ গ্রামের করদায়ী দশ জনের প্রার্থনা হইলে অবশ্য আনাইবেন, ও তদ্বিষয়ে যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিতে পারিবেন

(ক) কর সংশোধন সম্পর্কে পঞ্চায়েতগণ যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে আপীলের কোন অধিকার নাই, কিন্তু কেহ আপত্তি করিলে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব লিষ্ট আনাইয়া দেখিতে এবং সংশোধন করিতে পারেন। এই ধারার বিধান মতে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের নিকট যে দরখাস্ত করিতে হইবে তাহা কোর্টফী আইনের দ্বিতীয় তফছিলের (বি) ও ১টিকেল অনুসারে ০ আনা মূল্যের ষ্টাম্প কাগজে করিতে হইবে

কর ভিন্ন ভিন্ন সময় আদায় দিবার কথা

২১ ধারা। এই আইন মতে যে সকল [illegible] হইবে [illegible] মাসে [illegible] কিস্তি [illegible] হইবে [illegible] তিন মাসের প্রথম দিনে দেন [illegible]

(ক) যে স্থানে [illegible] কোন কোয়ার্টার (ত্রৈমাসিক) [illegible] কোয়ার্টারের প্রথম দিনই টেক্স দিতে হইবে।

প্রথম কোয়াটার	দ্বিতীয় কোয়াটার	তৃতীয় কোয়াটার	চতুর্থ কোয়াটার
১ বৈশাখ	১ শ্রবণ	১ কার্ত্তিক	১। মাঘ
২। জ্যৈষ্ঠ	২। ভাদ্র	২। অগ্রহায়ণ	২ ফাল্গুন
৩. আষাঢ়	৩ আশ্বিন	৩ পৌষ	৩ চৈত্র

২২ ধারা। পঞ্চায়ৎ উক্ত কর গ্রহণ ও আদায় করিবার ও তাহার রসীদ দিবার ও হিসাব রাখিবার জন্য আপনাদের এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন এবং ঐ টাকা আদায় করিতে যে খরচ লাগে তাহা পোষাইবার জন্য পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার আদায় করা ঐ টাকা হইতে শতকরা দশ টাকা পর্য্যন্ত লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন

কর আদায় করিবার খরচের কথা।

(ক) অনারেবল শ্রীযুক্ত মিঃ সেভেজ সাহেব বাহাদুরের প্রচলিত নিয়মে ৫জন পঞ্চাইত মধ্যে ১জন সভাপতি, ১জন তহশিলকারী, এবং অবশিষ্ট ৩জন সাহায্য কারী মেম্বর হওয়া এবং তহশিলকারী টেক্স আদায় এবং লিখা পড়ার কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক হইলে ঐ কার্য্যের জন্য অতিরিক্ত একজন সেক্রেটরী (মোহরের) নিযুক্ত করার বিধান করা হইয়াছে, তাঁহাদের কাহার কি কর্ত্তব্য কার্য্য তাহা ৩ ধারার নিম্নের নোটে দেওয়া হইয়াছে।

(খ) টেক্স দাতা যখন যে টেক্স আদায় করে তাহাকে ঐ টাকার রসিদ দিতে হইবে, ছাপার ফারমে যে চেক প্রচলিত আছে তাহাতেই রসিদ দেওয়া কর্ত্তব্য ঐ ফারমের ১৫০০ খণ্ড ১।৶ পাই মূল্যে জিলার এবং সবডিভিসনের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের আফিসে বিক্রী হইয়া থাকে ঐ খরচ তহশিল ফিস হইতে দেওয়ার বিধান আছে, ভবিষ্যতে এই যে রূপ বিনামূল্যে গবর্ণমেণ্ট হইতে দেওয়ার প্রস্তাব চলিতেছে

(গ) এ পর্য্যন্ত তহশিল বিষয়ে তহশিলকারী শতকরা ১০৲ টাকা ফিস পাওয়ার বিধান ছিল, এইক্ষণ শতকরা অতিরিক্ত ১৫৲ টাকা হিসাবে যে কর ধার্য্য হয় তাহা হইতে খরচ বাদে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার সমুদয়ই

তহশিলকারী পাওয়ার বিধান হইয়াছে

২৩ ধারা। এই আইন মতে কোন প্রকারে যত আদায় বর যায় তাহা এবং অন্য যে টাকা এই আইনের কার্য্যে প্রয়োগ হইতে পারে সেই সকল টাকা লইয়া ঐ গ্রামের চৌকীদার ফণ্ড নামে ফণ্ড করা যাইবে।

চৌকীদারী ফণ্ড নিরূপণের কথা

(ক) চৌকীদারী ফণ্ডের টাকা পঞ্চাইতের হাতে থাকিবে

২৪ ধারা। কোন বৎসরের শেষে ঐ ফণ্ডের কিছু টাকা বাঁচিলে তাহা তৎপরবর্ত্তী বৎসরের চৌকীদারী ফণ্ডের হিসাবে জমা হইবে, ও সেই বৎসর করদার যে টাকা তুলিতে হইবে তাহা তত টাকা পর্য্যন্ত নূন ধরা যাইতে পারিবে।

উদ্বর্ত্ত টাকা লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।

(ক) ১৩ ধারার নিয়ে (খ) নোট দ্রষ্টব্য

২৫ ধারা। এই আইনমত নির্দ্ধারিত কর যে ব্যক্তির দিতে হইবে তাঁহার ঐ করের কিস্তি দেনা হইবার পর অবধি সাত দিনের মধ্যে তিনি পঞ্চায়ৎ হইতে ঐ কিস্তি লইবার নিযুক্ত ব্যক্তিকে ঐ কিস্তির টাকা দিবেন কিম্বা তাঁহার গ্রহণার্থে উপস্থিত করিবেন

কিস্তির টাকা সাত দিবস মধ্যে দিবার কথা

(ক) প্রত্যেক কোয়ার্টারের ১ম মাসের ৭ দিনের মধ্যে অর্থাৎ বৈশাখ শ্রাবণ কার্ত্তিক, ও মাঘ মাসের ৭ তারিখের মধ্যে টেক্স দাতাগণ আপন আপন দেয় টেক্স তহশিলকারী মেম্বরের নিকট নিয়া দাখিল করিবে এবং তহশিলকারী হইতে তাহার রসিদ পাইবে।

২৬ ধারা এই আইনের বিধান যে যে গ্রামের প্রতি বর্ত্তে, সেই সেই গ্রামের কোন ব্যক্তি কোন তিন তিন মাসের কিস্তি না দিলে ঐ তিন তিন মাসের দশম দিন গত হইলেই পঞ্চায়ত সেই ব্যক্তিদের নাম ও যাঁহার স্থানে ঐ তিন তিন মাসের যত পাওনা থাকে তাহার নির্ঘণ্ট পত্র প্রস্তুত করিয়া গ্রামের কোন প্রকাশ্য স্থানে প্রকাশ করিবেন।

বাকীদারদের নামের নির্ঘণ্ট করিবার কথা

(ক) প্রত্যেক কোয়ার্টারের প্রথম মাসের ১০ তারিখের মধ্যে টেক্স

দাতা আপন হইতে দেয় কর আদায় না করিলে ১০ তারিখ গতে তহশিলকারী মেম্বর নিম্ন লিখিত মত বাকী জায় প্রস্তুত করিয়া গ্রামের প্রকাশ্য কোন স্থানে প্রচার করিবেন।

প্রথম কোয়াটারের বাকী জায় যথা——

৪নং নিমাউটী ইউনিয়নের অন্তর্গত নেয়ামতাবাদ গ্রামের যে সকল বাসিন্দাগণের নিকট ১৩১২ বাং ১ম কোয়াটারের টেক্স বাকী পড়িয়াছে তাহাদের নাম এবং বাকী পড়া টেক্সের পরিমাণ নিম্নে প্রচার করিয়া জানান যায় যে ৩ দিন মধ্যে দায়কগণ আপন ২ দেয় টেক্স আদায় না করিলে তাহাদের মাল ক্রোক নিলাম দ্বারা টেক্স এবং দণ্ড স্বরূপ তৎতুল্য টেক্স আদায় করা যাইবে। ইতি সন ১৩১২ সাং ১২ বৈশাখ

শ্রীদীনবন্ধু ঘোষ
সেক্রেটরী—

বিঃ	ধনগাজী	৶০
বিঃ	হরিদাস মাঝী	৴৬
বিঃ	গঙ্গাধর সুত	৵০
সাং	নেয়ামতাবাদ	৶৬ পাই

ইত্যাদি

করের নিমিত্ত ক্রোক করিবার ক্ষমতার কথা

২৭ ধারা তাহা হইলে পর, পঞ্চায়তের যে সভ্য কর আদায় করিয়া থাকেন, তিনি A তফসীলের পাঠে লিপি দিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া চৌকীদারকে কিম্বা ঐ লিপির নির্দ্দিষ্ট অন্য ব্যক্তিকে এই অনুমতি দিবেন যে যাহার যত বাকী থাকে তাহা। কত মূল্যের এবং দণ্ডস্বরূপ আর ততই মূল্যের অস্থাবর দ্রব্য ক্রোক ও বিক্রয় করে

(ক) বকী জাঃ প্রচার হওয়ার পর মাল ক্রোক নিলাম করার জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় দেওয়া করার নিয়ম আইনে কোন স্পষ্ট লিখিত নাই কিন্তু সরত থাকিলে ২, ৩ কি ৪ দিন সময় দেওয়া সঙ্গত বোধ হয়। বকী কর প্রচার হইলেই টেক্স দাতাকে টেক্স এবং তৎপরিমাণ দণ্ড দিতে হইবে, দণ্ডের টাকা জিলার চৌকীদারী পুরস্কার ফণ্ডে জমা হইবে।

(খ) তহশিলকারী পঞ্চাইত কি সেক্রেটারী চৌকীদার কি দফাদার কিম্বা অন্য ব্যক্তিকে লিখিত আজ্ঞা দ্বারা নিযুক্ত করতঃ বাকী পড়া টেক্স এবং জরিমানা দণ্ডের পরিমান অস্থাবর মাল ক্রোক নিলাম দ্বারা টাকা আদায়ের বিধান থাকিলেও মাল ক্রোক নিলাম সময়ে তহশিলকারী মেম্বার স্বয়ং উপস্থিত থাকা আবশ্যক নচেৎ সুচারু রূপে এবং নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য সম্পাদ হওয়ার সম্ভাবনা নাই এবং যথা লিখিত ক্রোকী মালের তালিকা হওয়া ও সম্ভব পর নহে বরং অত্যাচারের আশঙ্কা যথেষ্ট আছে অতএব তহশিলকারী মেম্বর চৌকিদার সহ যাইয়া মাল ক্রোক নিলাম করাই কর্ত্তব্য বটে

ক্রোক করিবার পরনার পাঠ।

১৮৭২ সনের ৬ আইন

গ্রাম্য চৌকীদারী ফর্ম।

অমুক গ্রামের পঞ্চাইতের পক্ষে——

নিম্ন লিখিত নির্ঘণ্ট পত্রে যে যে ব্যক্তির নাম উল্লেখ হইয়াছে তাহারা আপন আপন নামের পার্শ্বের লিখিত টাকা উক্ত পঞ্চাইতকে দিতে ত্রুটী করিয়াছেন, অতএব তোমার প্রতি এই আদেশ ও আজ্ঞা করা যাইতেছে যে ঐ বাকীদারদের নামের পার্শ্বে যত টাকা লেখা আছে তত টাকা ও দণ্ড স্বরূপ আর তত টাকা আদায় করনার্থে তাহাদের অস্থাবর যত দ্রব্য বিক্রয় করা প্রয়োজন তুমি তাহাদের তত দ্রব্য ক্রোক ও নিলাম করিয়া ঐ টাকা আদায় কর।

সন তারিখ

শ্রীঅমুক

পঞ্চাইতের টাকা আদায় কারী

নাম ও ধাম	যত টাকা	যে সময়ে দেওয়া হইল	দণ্ড	মোট
শ্রী কালীদাস কৈবর্ত্ত বিনাউটি	১৲	১লা বৈশাখ	১৲	২৲
শ্রীগদাধর নমসূদ্র ঐ	।৵০	”	।৵০	০
আক্কাস কাজী সাং দেমতাবাদ	০	”	০	০
শ্রীবংশীবদন দাস সাং চন্দ্রপুর	।৵০	”	।৵০	৸০
শ্রীহরিদাস সূত্রধর সাং ভাটামাথা	।৵০	”	।৵০	০
মোট	১৸৵০		১৸৵০	৩৸০

পরওয়ানা মতে কার্য্য করিবার নিয়মের কথা।

২৮ ধারা। যে ব্যক্তির প্রতি ঐ অনুমতি দেওয়া যায় সে উক্ত প্রত্যেক বকীদারের যত অস্থাবর দ্রব্য ঐ কর প্রভৃতি শোধ করিতে যথেষ্ট বোধ করে তত দ্রব্য ক্রোক করিবে, ও ক্রোক করা সেই অস্থাবর দ্রব্যের নির্দ্দিষ্ট পত্র লিখিয়া সেই সময় ঢোল দিয়া ঐ দ্রব্য বিক্রয় হইবার সময়ের ও স্থানের সংবাদ দিবে। ঘোষণা করিবার দিন অবধি দুই দিনের অন্যূন ও পাঁচ দিনের অনধিক দ্রব্য বিক্রয় করিবার দিন নিরূপণ করিবে।

(ক) গ্রামের দুই কি ততোধিক লোকের সাক্ষাৎ মাল ক্রোক করিয়া ফর্দ্দ প্রস্তুত করা আবশ্যক বটে। যে পরিমাণ মাল বিক্রী করিলে দাবী আদায় হওয়ার সম্ভব, তাহার অতিরিক্ত মাল ক্রোক করিতে হইবে না পঞ্চাইতগণ ক্রোকীমাল আপন নিকট কিম্বা কোন চৌকীদার কি গ্রাম্য মাতব্বরের জিম্মায় রাখিতে পারেন এ প্রকার জিম্মায় রাখিলে জামিনদার হইতে জিম্মা নামা গ্রহন করা আবশ্যক।

পরওয়ানা মতে বিক্রয় করিবার কথা।

২৯ ধারা। ঘোষণাদ্বারা যে সময় নির্দ্দিষ্ট হয়, কোন বাকীদার সেই সময়ের মধ্যে আপনার দেনা টাকা এবং দণ্ডস্বরূপ আর তত টাকা না দিলে ঐ ক্রোক করা দ্রব্য কিম্বা তাঁহার যে অংশ বিক্রয় করা আবশ্যক তাহা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে নীলাম করা যাইবে। নীলামে প্রাপ্ত সেই টাকা হইতে ঐ কর ও দণ্ড লওয়া যাইবে উদ্বর্ত্ত থাকিলে ঐ দ্রব্য ক্রোকের সময়ে যাহার অধিকারে ছিল তাহাকে দেওয়া হইবে

(ক) সম্ভব হইলে মাল নীলাম সময়ে দুই জন পঞ্চাইত সাক্ষাৎ থাকা বাঞ্ছনীয়।

(খ) যে মাল ক্রোক হইয়াছে তাহার কতক অংশ বিক্রী করিয়া যদি দাবির টাকা আদায় হয় তবে অবশিষ্ট মাল নীলাম না করিয়া এবং কোন মাল দাবির টাকার অধিক মূল্যে বিক্রী হইলে দাবির টাকার পরিমাণ রাখিয়া অবশিষ্ট মূল্য যাহার দখলের মাল পাওয়া গিয়াছিল তাহাকে রসিদ গ্রহণে ফিরাইয়া দিতে হইবে। ২ ৩ জন গ্রাম্য লোকের সাক্ষাৎ তাহা ফিরাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

রসিদের ফারম।

লিখিতং শ্রীঅমুক পিঃ অমুক সাং অমুক ষ্টেশন অমুক জিলা অমুক কস্য রসিদ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে এত নম্বর অমুক ইউনিয়নের অমুক কোয়াটারের টেক্স আদায়ের জন্য যে আমার মালক্রোক হইয়াছিল তন্মধ্যে বিক্রী না হওয়া অমুকমাল কিম্বা বিক্রীত মালের মূল্য হইতে টেক্স ও দণ্ড বাদে অবশিষ্ট মং এত পাই অমুক পঞ্চাইত হইতে বুঝিয়া পাইলাম। ইতি সন তারিখ।

সাক্ষী দস্তখত

(গ) ক্রোকী মালের তালিকার সঙ্গে এই রসিদ গাথিয়া রাখিতে হইবে এবং যে মাল যত টাকা মূল্যে বিক্রী হইয়া যে পরিমান টেক্স এবং দণ্ড আদায় করা গেল তদ্বিবরণ ঐ ক্রোকী তালিকার পৃষ্ঠে নোট করিয়া রাখা

আবশ্যক এই স্থানে মালের বিবরণ লিখিতে হইবে।

তদ্রূপে অদায় করিবার আপত্তির কথা

৩০ ধারা। বাকীদারের নির্দ্দিষ্ট পত্রে যে ব্যক্তিদের নাম ধরা গিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঐ নির্দ্দিষ্ট পত্রের লিখিত টাকার কি তাহারা কোন অংশের দায়ী নহে বলিয়া আপত্তি কারণে মুখে কিম্বা লিখিয়া জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়া আপনার আপত্তির কারণ জানাইলে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার সেই আপত্তির অনুসন্ধান করিয়া যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিবেন।

(ক) মাল ক্রোক হইলে পর কোন দাবীকারক তাহার দায়িত্ব বিষয়ে আপত্তি করিবে বলিয়া পঞ্চাইতকে জানাইলে ৫ দিন কাল নীলাম স্থগিত রাখিতে হইবে। এই কালমধ্যে অতিরিক্ত স্থগিত রাখার বিষয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদেশ পাইলে সে মত কার্য্য করিতে হইবে।

ক্রোক করা দ্রব্য রাখিবার কথা।

৩১ ধারা। ২৭ ধারার বিধান মতে যে দ্রব্য ক্রোক করা যায় তাহা চৌকীদারেরা কিম্বা পঞ্চায়েত অন্য যে ব্যক্তিকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করেন তাঁহার জিম্মায় থাকিবে।

(ক) যাহার জিম্মায় মাল রাখা যায় তাহা হইতে জিম্মা নামা লইতে হইবে।

শ্রীঅমুক পিং অমুক সাং অমুক থানা অমুক জিলা অমুক কস্য জিম্মানামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে এত নং অমুক ইউনিয়নের অন্তর্গত অমুক গ্রামের বাসিন্দা শ্রীঅমুকের নিকট অমুক সনের অমুক কোয়াটারের টেক্স সমেত এত টাকা বাকী পড়াতে যে তাঁহার নিম্ন লিখিত মাল ক্রোক হইয়াছে আমি তাহা জিম্মা হইয়া রাখিয়া এতদ্দ্বারা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে তাহা অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে কিম্বা তৎপরিবর্ত্তী যে তারিখ যে স্থানে উপস্থিত করার আদেশ হয় তথায় উপস্থিত করিয়া দিব অন্যথায় আমি উক্ত মালের ক্ষতি পূরণ করিব। ইতি — সন তারিখ

মালের বিবরণ

৩২ ধারা। বাকীদারের দখলী কোন ঘরে কি ভূমিতে হালের গরু

করের নিমিত্তে যে প্রকারের দ্রব্য ক্রোক হইতে পারে তাহার কথা

ও ব্যবসায়ের কি কৃষিকার্য্যের হাতিয়ার ও যন্ত্র ভিন্ন যে মাল ও দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা তাঁহারই দ্রব্য জ্ঞান হইবে ও বাকী আদায়ের নিমিত্ত তাহা ক্রোক ও নীলাম হইতে পারিবে ক্রোক করা মাল ও দ্রব্য বাকীদার ভিন্ন অন্য ব্যক্তির দ্রব্য হইলে ঐ ক্রোক দ্বারা তাহার হানি হইলে কিম্বা দ্রব্য ক্রোক কি নীলাম না হইবার জন্যে তিনি টাকা কি পয়সা দিলে বাকীদার সেই ক্ষতি পুরণের কিম্বা সেই টাকার দায়ী হইবেন।

এক বৎসরের পর ক্রোক না হইবার কথা

৩৩ ধারা এই আইন মত কর দেনা হইবার দিনাবধি এক বৎসর গত হইলে পর ক্রোক দ্বারা আদায় হইতে পারিবে না।

নীতির বৈষম্য হেতু ক্রোক ব্যর্থ না হইবার কথা।

৩৪ ধারা এই আইনের বলে যে ক্রোক করা যায় তৎসম্পর্কীয় কোন নির্ঘণ্ট পত্রে কি নিরুপিত করের পত্রে কি জ্ঞাপন পত্রে কি আহ্বানপত্রে কি ক্ষমতাপত্রে কি লিপিতে কি দেনা নির্ঘণ্ট পত্রে কি অন্য কার্য্যে কোন ত্রুটী কিম্বা নীতির বৈষম্য প্রকাশ হইলেও ঐ ক্রোক অবৈধ জ্ঞান হইবে না, ও যে ব্যক্তি ক্রোক করে সেও অনধিকার প্রবেষ্টা জ্ঞান হইবে না ও পশ্চাৎ সেই ব্যক্তির কৃত কোন কার্য্যে বৈষম্য হইলে সে প্রথমাবধি অনধিকার প্রবেষ্টা জ্ঞান হইবে না, কিন্তু সেই বৈষম্য দ্বারা কোন ব্যক্তির পক্ষে অন্যায় হইলে তিনি এই আইনের ৬৩ ধারার বিধান অনুসারে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতে কোন বিশেষ ক্ষতির সম্পূর্ণ আদায় করিয়া লইতে পারিবেন

চৌকীদার নিযুক্ত করিবার ও ছাড়াইয়া দিবার কথা

৩৫ ধারা (১) চৌকীদারের কর্ম্ম খালী হইলে এই আইনমতে চৌকীদার হইবার জন্য পঞ্চায়েৎ কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিবেন এবং জেলার মাজিষ্ট্রেট সেই নিয়োগে সন্তুষ্ট হইলে তাহাকে চৌকীদার নিযুক্ত করিবেন

কিন্তু পঞ্চায়েত যদি চৌকীদার হইবার জন্য উপযুক্ত সময়ের মধ্যে কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করেন অথবা জেলার মাজিষ্ট্রেট যদি সেই নামে দোষে

সন্তুষ্ট না হন তাহা হইলে জেলার মাজিষ্ট্রেট যে ব্যক্তিকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন্‌ সেই ব্যক্তিকে চৌকীদার নিযুক্ত করিবেন ।

(২) জেলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জেলার মাজিষ্ট্রেটের মঞ্জুরিমতে পঞ্চায়ত সময়ে সময়ে এইরূপে নিযুক্ত যে কোন চৌকীদারকে ছাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

(ক) চৌকীদার এবং সেক্রেটরির্‌ (মোহরের) বাস স্থান ইউনিয়নের মধ্যে থাকা এবং তাহাদের চরিত্র ভাল হওয়া আবশ্যক, চৌকীদার সবল ও সুস্থ হওয়া চাই সাধারণত ইউনিয়ম বাসী কোন লোককেই দফাদার নিযুক্ত করিতে হইবে, তাঁহার লেখা পড়া জানা আবশ্যক, চৌকীদারগণই দফাদারিতে উন্নত হইবে। ইউনিয়নের চৌকীদারগণ কেহ লেখা পড়া না জানিলে পার্শ্ববর্ত্তী অন্য ইউনিয়নের চৌকীদারকেও দফাদার নিযুক্ত করা যাইতে পারে কিন্তু বহাল হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে তাহাকে ইউনিয়নের মধ্যে বাটী করিতে হইবে যদি অন্য ইউনিয়নেও লেখা পড়া জানা চৌকীদার পাওয়া না যায় লেখা পড়া জানা অন্য লোককেও দফাদার নিযুক্ত করা যাইতে পারিবে, তাঁহার বাটী ইউনিয়নের মধ্যে না হইলে তাহাকেও ৬ মাসের জন্য ইউনিয়নের অন্তর্গত স্থানে বাটী করিতে হইবে

(খ) চৌকীদার দফাদার এবং বেতন ভোগী মোহরের পঞ্চাইত কর্ত্তৃক মনোনীত হইলে মাজিষ্ট্রেট কিম্বা তৎপক্ষে ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক বহাল হইবে এবং মনোনীত হওয়ার তারিখ হইতে সে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিবে এবং স্থায়ী রূপে বহাল করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্ম্মচারী ইউনিয়নে কি তৎনিকট-বর্ত্তী স্থানে যাইয়া মনোনীত ব্যক্তিকে দেখিবেন এবং আবশ্যকীয় অনুসন্ধান করিয়া বহাল কি না মঞ্জুর করিবেন। নিযুক্তীয় ব্যক্তিকে সদরে তলব করিয়া আনাইবেন কিন্তু নিযুক্ত সম্পর্কে থানার কোন কর্ম্মচারীর সংশ্রব থাকিবে না

(গ) দফাদারকে স্থায়ী রূপে বহাল করার ভার সাধারণত পোলিশের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিটেণ্ড সাহেবের হাতে থাকিবে এবং পঞ্চাইত অগ্রে তাঁহার মঞ্জুর লইয়া স্থায়ী রূপে দফাদার নিযুক্ত করিবেন কিন্তু চৌকীদারের ও মোহরের বহাল করার ভার জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা তৎকর্ত্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্ম্মচারীর

হাতে থাকিবে

(ঘ) কোন দফাদার কি মেম্বরের পদ খালী হইলে পঞ্চাইতগণ এইস্থানে উপযুক্ত লোক মনোনীত করিয়া জিলার মাজিষ্ট্রেট এবং দফাদারের পদ খালী হইলে পোলিশের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টের নিকট রিপোর্ট করিবেন কোন ব্যক্তি বিদায় প্রার্থী হইলে তাহাকে বিদায় দিয়া এবং তৎস্থানে অন্য কোন লোক নিযুক্ত করতঃ কার্য্য লইবেন এবং এই বিষয় যথা স্থানে রিপোর্ট করিবেন।

৩৬ ধারা [চৌকীদার নিয়োগ পোলিশে রেজিষ্টরী হইবার কথা] ১৮৯২ সালের ১ আইনের ১২ ধারার দ্বারা রহিত হইয়াছে।

৩৭ ধারা। [চৌকীদারদিগকে অবসর করিতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা] ১৮৯২ সালের ১ আইনের ১২ ধারাদ্বারা রহিত হইয়াছে।

৩৮ ধারা। চৌকীদার আপন পদে ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্যায় আচরণ করিলে কিম্বা কর্ম্মে আলস্য করিলে কিন্তু তাহার সেই অন্যায় আচরণ কি আলস্য ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের বিধানুসারে অপরাধ না হইলে, এবং জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনায় তাহাকে কর্ম্ম হইতে ছাড়াইবার মত গুরুতর অপরাধ না হইলে, ঐ চৌকীদারের অর্থদণ্ড হইতে পারিবে কিন্তু এক মাসের বেতনের অধিক দণ্ড হইবে না।

চৌকীদারের অর্থদণ্ড করিবার ক্ষমতার কথা

(ক) পোলিশের সব ইন্স্পেক্টর কিম্বা তদূর্দ্ধ বেতনের কর্ম্মচারী, মিটীংএ সমবেত পঞ্চাইতগণ, প্রেসিডেণ্ট কিম্বা পরিদর্শনকারী কর্ম্মচারীর রিপোর্টানুসারে জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা তৎকর্ত্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্ম্মচারী সেক্রেটারী (সাহেবের) দফাদার এবং চৌকীদারকে দণ্ড এবং পুরস্কার প্রদান করিবেন।

(খ) নামের পার্শ্বে কাল দাগ দিয়া রাখা এক মাসের বেতন পর্য্যন্ত জরিমানা, সসপেণ্ড (কিছু কালের জন্য কর্ম্মচ্যুত) এবং বরখাস্ত করা এই সব প্রকারে চৌকীদারের দণ্ড হইতে পারিবে

(গ) কোন চৌকীদার কার্য্যের ত্রুটী কি ভাল কার্য্য করিলে ঐ বিষয় প্রথম প্রকরণের লিখিত ব্যক্তিগণ রিপোর্ট করিবেন।

(খ) ইউনিয়নের পঞ্চাইত এবং প্রেসিডেণ্ট প্রত্যেক কোয়াটার অন্তে চৌকীদারের ও দফাদারের ১৭, অসৎ কার্য্যের বিষয় নিম্ন লিখিত ফারমে ছেম হি দিবেন, প্রত্যেক ত্রুটীর বিষয় অপরাধীর জওয়াব লইয়া তাহা সঙ্গে পাঠাইতে হইবে। কোন কোয়াটারের ভাল কি মন্দ কোন কার্য্য না থাকিলেও এই ফারম প্রস্তুত পূর্ব্বক কোন সংবাদ নাই বলিয়া মন্তব্য কলমে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

চৌকীদারের শাস্তির অমুক ত্রৈমাসিক।

ইতি সন তারিখ

থানার নাম	ইউনিয়নের নাম ও নম্বর	চৌকীদারের নাম ও মৌজা	ত্রুটীর বিবরণ	ত্রুটীর তারিখ	চৌকীদারের জবাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	জবাবের সত্যতা বিষয় রিপোর্ট কারীর কিম্বা প্রেসিডেন্টের মন্তব্য	মেজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম	মন্তব্য

চৌকীদারের পুরষ্কার বিষয় অমুক কোয়ার্টারের ত্রৈমাসিক

ইং সন তারিখ।

থানার নাম	ইউনিয়নের নাম ও নম্বর	চৌকীদারের নাম ও মৌজা	সৎ কার্য্যের বিবরণ	রিপোর্ট কারীর, কিম্বা প্রেসিডেন্টের মন্তব্য	মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম	মন্তব্য

চৌকীদারদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

৩৯ ধারা। এই আইনের বিধানানুসারে নিযুক্ত প্রত্যেক চৌকীদারকে নিম্ন লিখিত কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি সম্পন্ন করিতে হইবে।

নোট এই ধারাতে চৌকীদারের যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম লিপিবদ্ধ আছে এতদ্ব্যতীত ৮ প্রকরণ ভিন্ন অন্যান্য সকল প্রকরণের মর্ম্ম এবং অন্যান্য যে সকল বিষয়ে চৌকীদারের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া অনারেবল শ্রীযুক্ত মিঃ সেভেজ সাহেব কমিশনার বাহাদুরের প্রণীত নিয়মাবলীতে লিখিত হইয়াছে তাহা সমুদয় নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

চৌকীদারের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

১। নিম্ন লিখিত বিষয় গুলি অবিলম্বে থানায় রিপোর্ট করিতে হইবে।

(ক) যে ব্যক্তিকে ঠগ, দস্যু, পলায়িত কয়েদী কিম্বা ঘোষিত অপরাধী বলিয়া চৌকীদার জানে কিম্বা ন্যায্যরূপে সন্দেহ করে সে যে গ্রামের চৌকীদার সেই গ্রামের মধ্যে কোন স্থানে ঐ রূপ ব্যক্তির সর্ব্বদা আসা কিম্বা সেই গ্রামের ভিতর দিয়া চলিয়া যাওয়া সম্বন্ধে।

(খ) গ্রামের মধ্যে যে অপঘাত বা সন্দিগ্ধ মৃত্যু ঘটে আর নিম্ন লিখিত অপরাধ করা কিম্বা করার উদ্যোগ, উপক্রম বা সহায়তা সম্বন্ধেঃ—

খুন, বলৎকার (কিন্তু আপনার স্ত্রীর সহিত সংসর্গের বিষয় ভিন্ন) ডাকাইতি, দস্যুতা অগ্নি দ্বারা অপকার, মুদ্রা কৃত্রিম করা, কারেন্সি নোট কৃত্রিম করা, গুরুতর পীড়া জন্মান, হাঙ্গামা, জ্ঞান লোপ কারক ঔষধীয় দ্রব্যের প্রয়োগ, মনুষ্য চুরি

চুরি, সিন্দ চুরি কিম্বা উক্ত অপরাধ করার সহায়তা "বি" ও "সি" শ্রেণীর দাগীদের সন্দেহ জনক গতি বিধি পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে সন্দিগ্ধ চরিত্র লোকের আগমন যাহা হইতে হাঙ্গামা বা গুরুতর দাঙ্গা হইতে পারে এই রূপ বিবাদ ঘটা সম্বন্ধে এবং আর যে কোন বিষয় থানায় এজাহার জানাইবার জন্য জিলার মাজিষ্ট্রেট কি কোন পোলিশ কর্ম্মচারী আদেশ করেন তৎ সম্বন্ধে।

২। নিম্ন লিখিত বিষয় গুলি অবিলম্বে দফাদারের নিকট রিপোর্ট করিতে হইবে এবং দফাদার উহা ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টকে জানাইবে।

(ক) গ্রামে কোন প্রসিদ্ধ চোরা দ্রব্যের গ্রাহক বা বিক্রেতার নিয়ত বা কিয়ৎকালীন বাস, চুরি কিম্বা সিঁদচুরী করা কিম্বা করার উদ্যোগ ও উপক্রম এবং এক দফার উল্লিখিত, ছাড়া অন্য যে সমস্ত অপরাধের নিমিত্ত ও হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না সেই রূপ অপরাধ করা সম্বন্ধে কিম্বা করিবার অভিপ্রায় থাকা সম্বন্ধে অথবা বেআইনী জনতা ঘটা সম্বন্ধে

(খ) যে সরকারী ব্যক্তিগণ যে স্রুত হয়ে তৎ সম্বন্ধ।

৩। ঘোষিত অপরাধীগণকে এবং যে কোন ব্যক্তি তাহার (চৌকীদারের) সমক্ষে নিম্ন লিখিত যথা খুন, বলাৎকার (কিন্তু আপন স্ত্রীর সহিত সংসর্গের স্থল, ভিন্ন) ডাকাহিতি, দস্যুতা, চুরি, সিঁদ চুরী অগ্নি দ্বারা অপকার, মুদ্রা কৃত্রিম করা, গুরুতর পীড়া জন্মান, হাঙ্গামা, জ্ঞান লোপকরী ঔষধীর দ্রব্যের প্রয়োগ ও মনুষ্য চুরি অপরাধ করে, তাহাকে কিম্বা ঐ রূপ কোন অপরাধ তাহার গ্রামের ভিতরেই কি গ্রামের বাহিরেই করা হইয়া থাকুক সেই অপরাধে কিম্বা ঐ রূপ কোন অপরাধ করার উদ্যোগ, উপক্রম কি সহায়তাতে লিপ্ত থাকা বলিয়া যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে যোগ করা হইয়াছে, সেই ব্যক্তিকে ধৃত করিবে এবং এই রূপে ধৃত ব্যক্তিকে অবিলম্বে থানায় লইয়া যাইবে

৪। উপরের দফার উল্লিখিত কোন অপরাধ যাহাতে না করা হয় সে পক্ষে সাধ্যমত চেষ্টা করিবে

৫ যে সরকারী ব্যক্তি সকল আইন সঙ্গত রূপে যে সকল স্থলে গেপ্তার করিতে পারে তাহাদিগকে সেই সকল কার্য্যে সাহায্য করিবে

৬। কুচরিত্র লোকের গতিবিধি লক্ষ্য করিবে।

৭। থানায় হাজিরার সময় দারোগার ও দফাদারের নিকট তাহার (চৌকীদারের) মহালের ভিতরে যে সব জন্ম মৃত্যু ঘটিয়াছে তৎ রিপোর্ট

করিবে এবং উহা মোহরের ও দফাদার তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্বন্ধে আর যে কোন সংবাদ দিতে বলে সেই সংবাদ যোগাইবে।

৮। গ্রামের চৌকী পাহারা দেওয়া সম্বন্ধে এবং চৌকীদার স্বরূপ তাহার যে যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে তৎ ঘটিত অপরাধের বিষয়ে পঞ্চায়ত যে হুকুম দেন তাহা মান্য করিবে

৯ চৌকীদারী টাক্স যিনি আদায় করেন তাঁহাকে আদায়ের কার্য্যে সাহায্য করিবে

১০ সাধ্যমত পোলিশের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাদিগকে সাহায্য করিবে এবং এই কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্বন্ধে তাহার যে সকল ন্যায্য হুকুম দেন তাহা তামিল করিবে।

১১ প্রোসিডেণ্টের হুকুমানুসারে পরওয়ানা জারী করিবে

১২। ইউনিয়নের কিম্বা থানায় যে খানে যাওয়ার আদেশ থাকে যে স্থানে যাইয়া হাজিরা দিবে।

দফাদারের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

চৌকীদার স্বরূপ যে যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে তাহা ও তদ্ভিন্ন নিম্ন লিখিত কার্য্য করিতে হইবে :—

১। চৌকীদারদের কার্য্য দেখা এবং যে সব বিষয়ে চৌকীদারগণ তাহার নিকট রিপোর্ট দিতে বাধ্য সেই সমস্ত বিষয়ে রিপোর্ট গ্রহণ কর।

২। আইন কিম্বা বিধানুসারে থানার পোলিশ কিম্বা কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট যে সমস্ত খতিয়ান কি অপরাপর সংবাদ যোগাইতে হইবে তাহা সাপ্তাহিক চৌকীদারী হাজিরার সময় কিম্বা অন্য প্রকারে মোহরের সাহায্য সংগ্রহ করিবে

৩। অন্যরূপ আদেশ না পাইলে ১ ও ২ দফার উল্লিখিত সংবাদ রিপোর্ট দেওয়ার জন্য সপ্তাহে একদিন থানায় যাইতে হইবে।

৪ কোন চৌকীদারের ত্রুটীতে কোন অপরাধ কৃত হইলে, কিম্বা কোন অপরাধ কৃত হওয়ার সংবাদ উচিত সময় চৌকীদার না দিলে, অথবা কোন কৃত অপরাধের সম্বন্ধে হওয়া সম্বন্ধে যে ভুল কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটী

করিলে তাহার রিপোর্ট দিবে।

৫। চৌকীদারের কর্ত্তব্য কার্য্যের তালিকার ২ দফার বিধানানুসারে দফাদার চৌকীদারের নিকট হইতে যে সংবাদ প্রাপ্ত হয় তাহা অবিলম্বে পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্টের নিকট রিপোর্ট করিবে।

চৌকীদারগণ উল্লেখিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি ভাবে সম্পাদন করিবে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লেখা গেল।

(ক) চৌকীদারগণ তাহাদের আপন ২ মহল্লায় বিদেশীয় কি অন্যস্থানের কোন লোক আসিয়াছে কিনা, আসিয়া থাকিলে কে কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছে, এবং কাহার চরিত্র কেমন, তাহার সন্ধান লইবে এবং সন্দেহের কারণ থাকিলে তাহার গতি ও চাল চলনের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে এবং এই বিষয়ে আপন দফাদারকে জানাইবে, দফাদার এই প্রকার সংবাদ পাইলে পঞ্চাইতের নিকট রিপোর্ট করিবে।

(খ) আপন এলাকার কুচরিত্র এবং সন্দেহ জনক চরিত্রের লোকগণ স্থানান্তর যাইলে কিম্বা অন্য কোন স্থানের লোক তাহাদের নিকট যাতায়াত করিলে, কে কি উদ্দেশ্যে কোথায় গিয়াছে এবং কোন স্থান হইতে কে কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছে তদবিষয় সন্ধান করিবে এবং দফাদারকে জানাইবে

(গ) প্রত্যহ আপন ২ মহল্লা স্থিত লোকেরা কে কি ভাবে দিন পাত করে এবং কোন প্রকার ঘটনা হইয়াছে কিনা কিম্বা হওয়ার আশঙ্কা আছে কিনা কিম্বা জমীজমা নিয়া কি অন্য কারণে হাঙ্গামা হওয়ার আশঙ্কা জনক কোন বিষয় আছে কিনা সন্ধান লইবে।

(ঘ) লাঠিয়ালগণ বেতন গ্রহণে অন্য স্থানে যাইয়া হাঙ্গামা করিয়া থাকে এবং অনেক স্থানে তাহাদিগকে ডাকাইতি করিতে ও দেখা যায় কোন চৌকীদারের মহল্লায় ঐ প্রকার লাঠিয়াল থাকিলে তাহারা কোন সময়ে কোথায় যায় এবং কি কার্য্য করিয়া ফিরিয়া আসে,

সেই বিষয় সর্ব্বদা সন্ধান লওয়া এবং কেহ কোন স্থানে কুকার্য্য করিয়াছে জানিতে পারিলে কি সন্দেহ করিলে সেই বিষয় রিপোর্ট করিবে।

(ঙ) আপন মহল্লায় কিম্বা ইউনিয়নের মধ্যে অন্য যে মহল্লায় রাত্রে রওন্দগাস্ত করার জন্যে পঞ্চাইতগণ নিযুক্ত করেন তাহাতে রওন্দগস্তি করিতে হইবে রওন্দগাস্ত করার কালে সকল বাসিন্দার বাটীতেই যাওয়া আবশ্যক কিন্তু কারণাধীনে সত্ স্বভাবের লোকের বাটীতে কোন সময়ে যাইতে না পারিলেও কোন ক্ষতি নাই যে সকল কুচরিত্র কি সন্দেহ চরিত্রের লোক মহল্লায় বাস করে বার বার তাহাদের বাটীতে যাইবে তাহারা কে কি ভাবে চলে এবং তাহাদের নিকট অন্য কোন লোক যাতায়াত করে কিনা তদ্বিষয়ে সন্ধান লওয়া অতীব কর্ত্তব্য, যদি কোন ব্যক্তিকে বাটীতে পাওয়া না যায় তবে সে কোথায় গিয়াছে তাহার সন্ধান করা এবং গোপন ভাবে তাহার আগমন প্রতীক্ষায় থাকিয়া কোন সময় কি ভাবে আইসে এবং কোন মালামাল নিয়া আইসে কিনা তদ্বিষয় সন্ধান লওয়া এবং সন্দেহজনক অবস্থায় মালামাল লইয়া আসিলে মাল সহ ঐ সময় তাহাকে গ্রেপ্তার করা কর্ত্তব্য

(চ) নিজ মহল্লায় কোন ফেরারী আসামী কি ঘোষিত অপরাধীর নিজের কিম্বা অন্য প্রকার কোন ফেরারী আসামী কি ঘোষিত অপরাধীর আত্মীয়ের বাসস্থান থাকিলে ঐ সকল ফেরারী এবং ঘোষিত অপরাধী ঐ স্থানে যাতা-য়াত করে কিনা সর্ব্বদা তাহার সন্ধান লইবে এবং তাহাকে পাইলে ধৃত করিবে।

(ছ) কালেক্টর সাহেব হইতে লাইসেন্স না লইয়া কোন ব্যক্তি মাদক দ্রব্য প্রস্তুত কি বিক্রী এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব হইতে পাশ না লইয়া কোন ব্যক্তি বন্দুকাদি অস্ত্র এবং অন্য প্রকার নিষিদ্ধ অস্ত্র নিকটে রাখে কি ব্যবহার করে কিনা এবং বারুদাদি সরঞ্জাম বিক্রী করে কিনা তদবিষয়ে সন্ধান লইবে এবং এসম্বন্ধে অনিয়ম জানিতে পারিলে তদবিষয় পঞ্চায়েতের নিকট এবং থানাতে রিপোর্ট করিতে হইবে

(জ) কোন ফসলের কি অবস্থা এবং কোন প্রকার অনিষ্ট হইয়া থাকিলে কি কারণে কোন ফসলের কি পরিমাণ অনিষ্ট হইয়াছে তাহা জানিয়া প্রত্যেক

হাজিরাতে রিপোর্ট করিতে হইবে

(ঝ) যে স্থানে জায় খেলার আইন (১৮৬৭ ইং বঙ্গীয় ২ আইন) এবং লবণ বিষয়ক (১৮৬৪ ইং বঙ্গীয় ৬ আইন) আইন প্রচার আছে তথায় কেহ জোয়া খেলা করে কিনা এবং কেহ বিনা ঘলিলে লবণ বিক্রী করে কিনা এবং /৫ সেরের অধিক লবণ নিকটে রাখে কিনা সেই বিষয় সন্ধান করিতে হইবে,

নোট — মদ, গাঞ্জা, ভাঙ্গ, মাজম, অহিফেন এবং অহিফেন মিশ্রিত দ্রব্য, চরশ ইত্যাদি যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত হয়, ও তারি (খেজুর কি তাল গাছের টাটকা রস) পচই এবং কোকেন মাদক দ্রব্য মধ্যে গণ্য এবং লাইসেন্স ভিন্ন তাহা বিক্রী করা একেবারেই নিষিদ্ধ। লাইসেন্স বিনা কেহ এক পোয়ার অধিক মাদক গাঞ্জা ও ভাঙ্গ, ৫ তোলার অধিক আফিং, চরশ ও মদৎ; এক সোলার অধিক চণ্ডু, ১২ বোতলের অধিক বাঙ্গালা মদ এবং /৪ সেরের অধিক পচই ও টাটকা তারি আপন অধিকারে রাখিলে সে ১৮৭৮ ইং ৬ আইন মতে দোষী কোন ২ জিলায় পচই ও টাটকা তারি এই আইনের অন্তর্গত নহে। বিনা লাইসেন্সে কেহ গাঞ্জা কি ভাঙ্গ গাছ রাখিতে কি উৎপন্ন করিতে পারে না করিলে ঐ আইন মতে দোষী হইবে।

(ঞ) অস্ত্র বিষয়ক ১৮৭৮ ইং ভারতবর্ষীয় ১১ আইনের বিধান মতে লাইসেন্স না লইয়া কোন বন্দুক, পিস্তল রিভলবার ইত্যাদি আগ্নেয় অস্ত্র এবং কিরিচ তলোয়ার, সঙ্গিন গোপ্তি বল্লম ইত্যাদি অস্ত্র ব্যবহার কিম্বা বারুদাদি গরঞ্জাম এবং বাজি প্রস্তুত ও বিক্রী করিতে পারে না; কোন কোন জিলায় বল্লম ব্যবহারের অনুমতি আছে; অস্ত্র ব্যবহার না করিয়া নিকটে রাখিলে দোষ হয় না।

(ট) রওয়ানা, আতরালী রওয়ানা এবং ছাব চিঠি নামে লবণের তিন প্রকার ঘলিল আছে রওয়ানা দ্বারা ৬ মাস কাল এক জিলা কি থানার এলাকা হইতে অন্য জিলা কি থানার, এবং ছাব চিঠি দ্বারা ৬ মাস কাল এক থানার এলাকার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আমদানী, রপ্তানী করিয়া লবণ বিক্রী করিতে পারে; অন্যথায় লবণ বিক্রী কি /৫ সেরের অধিক লবণ নিকটে রাখিলে বঙ্গীয় ১৮৬৫ ইং ৬ আইনানুসারে অপরাধ হয়।

(ঠ) বারুদ বাজী ইত্যাদি বিক্রী করার জন্যে লাইসেন্স প্রাপ্ত হইয়া তাহা হঠাৎ অগ্নি সংযোগে অনিষ্ট উৎপাদনের আশঙ্কা না থাকে এমত নিরাপদ স্থানে রাখা আবশ্যক

(ড) মহল্লায় কোন বৃহৎ অগ্নি কাণ্ড এবং মনুষ্য কি পশু মধ্যে সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইয়া অনেক মনুষ্য ও পশুর মৃত্যু হইলে ঐ বিষয় ও চৌকিদারী পেরেডে রিপোর্ট করিবে

(ঢ) কোন ব্যক্তি টেলিগ্রাফের তার কি থাম, গার্ডে স্তম্ভ এবং রাস্তার পুল কি গাছ এবং সরকারী অন্য সম্পত্তির অনিষ্ট করিলে কি আকস্মিক ঘটনায় তাহার অনিষ্ট হইলে চৌকীদারী পেরেডে রিপোর্ট করা আবশ্যক

(ণ) মহল্লার মধ্যে সভা সমিতি হইয়া রাজনৈতিক কোন বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা কিম্বা ধর্ম্ম সম্পর্কে কৌম্য বক্তৃতা হইলে তাহাও চৌকীদারী পেরেডে রিপোর্ট করা আবশ্যক

(ত) অপরাধকারী জাতি সম্প্রদায় কিম্বা দল সম্পর্কে ১৮৭১ ইং এর আইন প্রচার আছে, ঐ প্রকার কোন লোক আপন বিটের মধ্যে কি নিকটে উপস্থিত হইলে কিম্বা ঐ বিট কি তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান ত্যাগ করিয়া গেলে আইনের ২১ ধারা ও ২২ ধারার বিধান মতে চৌকীদার যত শীঘ্র হইতে পারে থানায় সংবাদ দিবে।

চৌকীদারের হাত চিঠি।

১	২	৩	৪				৫	৬		৭	৮	৯
থানার নাম	ইউনিয়নের নাম ও নম্বর	চৌকীদারের নাম ও মহাল্লা	মহালাবাসী শাস্তিপ্রাপ্ত এবং সন্দেহ চরিত্রের লোকের নাম, ধাম এবং কোন অপরাধে শাস্তি পাইয়াছে				সি, ক্লাশের লিখিত ব্যক্তিগণের সঙ্গীর অপরাধী ও সহচরগণের নাম ধাম	আপন এলাকার ফেরারী আসামী এবং ঘোষিত অপরাধীর		ভিন্ন এলাকার ফেরারী আসামী এবং ঘোষিত অপরাধী এবং আপন এলাকায় তাহাদের যে আত্মীয় কুটুম্ব বাস করে তাহাদের নাম ধাম	জরীমানা দায়ীকের নাম ধাম এবং বাকী জরিমানার সংখ্যা	মন্তব্য এলাকার যেং স্থানে খোওয়ার, ফেরীঘাট, স্কুল এবং আবকারী দোকান কি ভাটীখানা আছে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে
			এ ক্লাশ	বি, ক্লাশ	সি, ক্লাশ	সন্দিগ্ধ চরিত্র		নাম ধাম এবং অপরাধ	আত্মীয় কুটুম্বের নাম ধাম			
												খোওয়ার খেওয়া ঘাট স্কুল আবকারী দোকান (গাঁজা, ভাঙ্গ, সম্রাপ, আফিং মদক, চণ্ডু ইত্যাদি) মদের ভাটী ইত্যাদি

৪০ ধারা চৌকীদার কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিলে গ্রাম যে থানার অধিকারে থাকে, পোলিসের সেই থানায় তাহাকে একেবারে লইয়া যাইবে কিন্তু রাত্রিকালে ধৃত করিলে, প্রাতঃকালে সুবিধামাত্র দ্বারায় তাহাকে লইয়া যাইবে।

চৌকীদারেরা ধৃত করিলে যাহা করিবে তাহার কথা।

(ক) ৩৯ ধারার দ্বিতীয় চৌকীদারের কর্ত্তব্য কার্য্যের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার ৩ দফায় চৌকীদার কি কি অবস্থায় কাহাকে ধৃত করিতে পারে, তাহার উল্লেখ আছে

৪১ ধারা চৌকীদারদের উপর পঞ্চায়তের সাধারণ কর্ত্তৃত্ব থাকিবে। এবং পঞ্চায়তের কোন সভ্য গ্রামের মধ্যে এই আইনের B তফসিলের নির্দ্দিষ্ট কোন অপরাধ হইবার কথা জানিলে, কি তাহার সন্ধান পাইলে, গ্রাম পোলিসের যে থানার অধিকারে থাকে, সেই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট তৎক্ষণাৎ চৌকীদারের দ্বারা সেই কথার রিপোর্ট করিবেন। চৌকীদার তাহা না করিলে, পঞ্চায়াতের ঐ সভ্য তাপনি ঐ কর্ম্মচারীর নিকটে রিপোর্ট করিবেন কিম্বা রিপোর্ট করাইবেন।

চৌকীদারের উপর পঞ্চায়তের কর্ত্তৃত্বের কথা।

(ক) পঞ্চাইতগণ যে যে প্রকারে সংবাদ সংগ্রহ করিবেন এবং থানায় ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিবেন, বিস্তারিত আইনের ৩ ধারার নিম্ন পঞ্চাইত এবং প্রেসিডেণ্টের কর্ত্তব্য কার্য্যের বিবরণ মধ্যে উল্লেখ আছে, তদনুসারে কার্য্য অনুবর্ত্তী হইতে হইবে।

(খ) কোন পঞ্চাইত এই ধারার বিধান মতে কার্য্য করিতে ত্রুটী করিলে, ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির (১৮৬০ ইং ৪৫ আইনের) ১৭৬ ধারা এবং ২০২ ধারা মতে দণ্ডের যোগ্য বটে।

(গ) মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আফিস কিম্বা থানা, ইউনিয়নের শেষ সীমা হইতে ১০ মাইলের অধিক দূর না হইলে, পঞ্চাইতগণ তাহাদের রিপোর্ট আদি কাগজ লেফাফা বন্ধ করিয়া চৌকীদার দ্বারা পাঠাইবে এবং ১০ মাইলের ঊর্দ্ধ দূর হইলে, ঐ লেফাফা আফিস ব্যারিং করিয়া ডাকে পাঠাইবেন। এবং এই লেফাফা নিম্নলিখিত মত লিখিতে হইবে, তাহাতে পঞ্চাইতের কোন

মাশুল দিতে হইবে না।

শ্রীক শীকুমার সেন, প্রেসিডেন্ট ইউনিয়ন সড়রা	শ্রীযুত মহারাজার সরকারী কার্য্য শ্রীযুক্ত সব'ডিবিসনেল অফিসার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ত্রিপুরা।

নোট। থানা কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি অন্য কোন স্থানে লেফাফা পাঠাইতে হইলে, তদনুসারে নাম ও ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিতে হইবে।

জরিমানার টাকা জেলার চৌকীদারদিগের পুরস্কারের ফণ্ডের হিসাবে জমা দিবার কথা।

৪২ ধারা এই আইনানুসারে যে সকল জরিমানা ও অর্থদণ্ডের টাকা আদায় হয়, তাহা জেলার চৌকীদারদিগের পুরস্কারের ফণ্ডে জমা করা হইবে এবং সেই ফণ্ডের কর্তৃত্ব জেলার মাজিষ্ট্রেটের হাতে থাকিবে

(ক) যে অপরাধে যে চৌকীদারের যে দণ্ড হয়, মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার নির্দ্দিষ্ট থানায় পাঠাইবেন এবং থানার কর্ম্মচারীগণ বেতন বিলির সময় তাহা কর্ত্তন করিয়া রাখিয়া চালান দ্বারা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যোগে ট্রেজুরিতে দাখিল করিবেন

(খ) উপযুক্ত সময়ে টেক্স আদায় না করায় ২৭ ধারানুসারে টেক্স-দাতা হইতে দণ্ড স্বরূপে যে টাকা আদায় হয়, তহশীলকারী পঞ্চাইত কিম্বা সেক্রেটরী ঐ টাকা উপরোক্ত প্রণালীতে দাখিল করিবেন

(গ) ৩ কিস্তা চালান দ্বারা টাকা দাখিল হইবে, তাহার এক কিস্তা চালান ট্রেজুরিতে, এক কিস্তা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আফিসে, আর এক কিস্তা অবস্থানুসারে থানায় কি পঞ্চাইতের সেরেস্তায় থাকিবে।

(ঘ) চালানের ফারম মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অফিসে পাওয়া যাইবে।

চৌকীদারের বেতন দিবার প্রণালীর কথা।

৪৩ ধারা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এই আইনানুসারে প্রণীত বিধি দ্বারা যে কর্ম্মচারীর নির্দ্দেশ বা আদেশ করেন তাঁহার স্থানে প্রত্যেক চৌকীদারের তিন তিন মাসে আপন বেতনের পূর্ণ টাকা পাইবে

(ক) জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী প্রত্যেক কোয়ার্টার অন্তে তৎপরের মাসের প্রথম সপ্তাহে কি অন্য কোন সময় চৌকীদারের বেতন বিলির দিন ধার্য্য করিয়া দায়িত্বপূর্ণ কোন কর্ম্মচারীকে বেতন বিলি করার জন্য নিযুক্ত করিবেন এবং তহশীলদার কী পঞ্চাইত কি সেক্রেটরী নির্দ্দিষ্ট তারিখে আপন আপন দফাদার ও চৌকীদার সহ আপন সম্পর্কিত থানায় উপস্থিত হইয়া ঐ কর্ম্মচারীর সাক্ষাৎ রসিদ গ্রহণে দফাদার ও চৌকীদারের বেতন দিবেন এবং আপন আপন তহশীল ফিরে আসিবেন

ত্রৈমাসিক আদায়ী টাকা চৌকীদারের বেতনাদি দেওনার্থে পঞ্চায়েতের দিবার বা পাঠাইবার কথা।

৪৪ ধারা। প্রত্যেক তিন মাস শেষ হইবার পর ১৫ দিনের মধ্যে প্রত্যেক পঞ্চাইত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব ধারামতে যে কর্ম্মচারী বা ব্যক্তির নির্দ্দেশ বা স্থাপন করেন, তাঁহার নিকট চৌকীদারের ঐ তিন মাসের বেতনের তুল্য টাকা কিম্বা আগের চৌকীদারী ফণ্ডে অন্তত যে টাকা জমা থাকে, তাহা দিবেন বা পাঠাইবেন

চৌকীদারের বেতনের টাকা তুলিবার কথা।

৪৫ ধারা। যে সব চৌকীদারী ফণ্ডে টাকা নাই ও পঞ্চাইত চৌকীদারদের দেনা টাকা আদায় করিবার উপযুক্ত উদ্যোগ করেন নাই, জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এই অনুভব হইলে তিনি পঞ্চাইতের সভ্যদের অস্থাবর দ্রব্য ক্রোক ও নীলাম করণ দ্বারা তাঁহাদের স্থানে চৌকীদারের বেতন আদায় করিবার পরওয়ানা দিতে পারিবেন ও সেই পরওয়ানায় কোন ব্যক্তির নাম লিখিয়া তাঁহার প্রতি সেই পরওয়ানা মতে কার্য্য করিবার ভার অর্পণ করিবেন। এই আইন মতে যে কর আদায় করিবার আজ্ঞা হইল তাহার বাকী আদায়ের নিমিত্ত বাহির হইলে, পূর্ব্ব লিখিত বিধান মতে যে যে কার্য্য হইতে পারিবে, উক্ত পরওয়ানা সম্পর্কে সেই সেই কার্য্য হইতে পারিবে। তদ্রূপ যে টাকা আদায় করা যায়, তাহা হইতে চৌকীদারদের পাওনা দেওয়া যাইবে। অবশিষ্ট টাকা হইতে ঐ পরওয়ানামত কার্য্য করণ সম্পর্কীয় সকল খরচ খরচা দেওয়া গেলে পর, যে ব্যক্তির দ্রব্য ক্রোক হইয়া ঐ টাকা আদায়

হয়, উদ্বৃত্ত তাঁহাকে দেওয়া হইবে।

(ক) এই ধারার বিধানানুসারে ওয়ারেণ্ট প্রচার হইলে, পঞ্চাইতকে চৌকীদারের বেতনের অতিরিক্ত প্রত্যেক ওয়ারেণ্টে। ফিস্ • আনা দিতে হইবে এবং এই সকল টাকা বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের ১৮৮০ইং ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখের ৫০নং এবং ১৬ই ডিসেম্বর তারিখের ৭৩নং সার্কুলারের বিধানানুসারে পিয়ন কর্ত্তৃক আদায় হইবে

৪৫ক। ধারামতে একজন তহশীলদার নিয়োগের প্রার্থনা ই বাকীদারদের দেনা টাকা তাহাদের স্থানে আদায় করিবার উপযুক্ত উদ্যোগ বলিয়া গণ্য হইবে না।

৪৬ ধারা। ইহার পূর্ব্ব বিধান মতে পঞ্চায়তের কোন সভ্যের স্থানে কিম্বা তাঁহা দ্বারা টাকা আদায় করা কি দেওয়া গেলে যে বৎসরে আদায় করা কি দেওয়া যায়, সেই বৎসরের শেষে গ্রামের চৌকীদারী ফণ্ডের টাকা উদ্বৃত্ত থাকিলে, তাহা হইতে তাঁহার আদায় করা কি দেওয়া সেই টাকা তাঁহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবে।

পঞ্চাইতের সভ্য বেতন দিলে তাঁহার ফিরিয়া পাইবার কথা

(ক) ওয়ারেণ্টের তলবানা পঞ্চাইতকে নিজ হইতে দিতে হইবে

(খ) বাকিদার হইতে টাকা আদায় প্রযুক্ত ওয়ারেণ্ট দ্বারা পঞ্চাইত হইতে টাকা আদায় করিয়া নিলে, পশ্চাৎ অনাদায়ী টাকা যখন আদায় হয়, এবং পঞ্চাইত তহবিলে যখন টাকা থাকে তখন এই পরিমাণ টাকা পঞ্চাইত হইতে অনাদায় হইয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ওয়ারেণ্টের তলবানা ভিন্ন বাকী টাকা পঞ্চাইত পাইবেন

৪৬ক ধারা। জেলার মাজিষ্ট্রেট কোন গ্রামের পঞ্চাইতের দরখাস্ত মতে অথবা তাঁহার মতে কর আদায়ের কার্য্য যদি ভাল রকম করা না হয় কিম্বা চৌকীদারকে নিয়মিত রূপে বেতন দেওয়া না হয় তাহা হইলে নিজের বিবেচনায় যে ব্যক্তি কর আদায় করে তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য যে কোন সময়ে একজন তহশীলদার নিযুক্ত করিতে পারিবেন। এবং উক্ত কর আদায় করিবার জন্য পঞ্চায়তে যে সমস্ত ক্ষমতা অর্পিত থাকে, ঐ তহশীলদার

তহশীলদার নিযুক্ত করিবার কথা

সেই সমস্ত ক্ষমতা পরিচালন করিবেন এবং ঐরূপ দরখাস্ত হইলে, জেলার মাজিষ্ট্রেট সেই নিয়োগ রদ করিবেন এবং তিনি আপন প্ররোচনায় সেই নিয়োগ রদ করিতে পারিবেন

(ক) তহশীলদার ছাপার ফরমে নিযুক্তীয় পত্র পাইবেন (১৮৮৭ ইং ১৮ অক্টোবর তারিখের ৪১৫৫ জে নং গবর্ণমেণ্ট অর্ডর দ্রষ্টব্য)

তহশীলদারের বেতনের কথা।

৪৩ ধারা। বিভাগীয় কমিশনর সাহেবের অনুমোদন ক্রমে জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব সময়ে সময়ে যে হারের ও যে প্রকারের নির্দ্দেশ করেন, পূর্ব্ব ধারা মতে নিযুক্ত প্রত্যেক তহশীলদার সেই হারে ও সেই প্রকারে বেতন দেওয়া যাইবে, এবং যাহারা চৌকীদারী কর দিতে ত্রুটী করে তাহাদের স্থানে উক্ত বেতন চৌকীদারী করের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ও হারে আদায় করা হইবে

কিন্তু জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনামতে একজন তহশীলদার একাধিক গ্রামের জন্য নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

(ক) ১৩ ধারার বিধান মতে কিম্বা ইত্যাদি বাবতে শতকরা ১৫৲ টাকা হিসাবে যে টেক্স ধার্য্য হয়, তাহা হইতে তহশীলদার তাহার পারিশ্রমিক পাইবেন, তাহা এষ্টীকারি টেক্সদাতাগণ হইতে তাহাদের দেয় টেক্সের হারারি মতে আদায় হইবে (১৮৮৬ ইং ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখের ১৮ জে ডি নম্বর সার্কুলার দ্রষ্টব্য)।

কর নিরূপণপত্র সংশোধন করিবার ক্ষমতার কথা।

৪৭ ধারা। কর নিরূপণ করণে কোন ভ্রম প্রযুক্ত গ্রামের চৌকীদারী ফণ্ডে টাকার অকুলান হইয়াছে, জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এমত অনুভব হইলে, তিনি সেই কর নিরূপণপত্র আনাইয়া সবিবেচনা পূর্ব্বক সংশোধন করিয়া পঞ্চায়তের নিকট ফিরিয়া পাঠাইবেন তাহা হইলে ঐ সংশোধিত পত্রানুসারে যত টাকা পাওনা দৃষ্ট হয়, পঞ্চাইত তত টাকা আদায় করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

চৌকীদারী চাকরাণ ভূমির কথা।

৪৮ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে কোন গ্রামের হিতার্থে চৌকীদারী চাকরাণ ভূমি নিরূপিত হইলে সেই গ্রামে পঞ্চাইত নিযুক্ত হইলে পর ঐ ভূমি যে মহালের কি তালুকের অন্তর্গত থাকে, নিম্নলিখিত নিয়মের শর্ত্তায় নিম্নলিখিত প্রকারে সেই মহালের কি তালুকের জমিদারকে দেওয়া যাইবে —

চৌকীদারী চাকরাণ ভূমি জমিদারকে দিবার কথা।

৪৯ ধারা। তদ্রূপ যে ভূমি হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায় তাহার উপর কর ধার্য্য হইবে অর্থাৎ চতুষ্পার্শ্বে তত্তুল্য শ্রেণীর ভূমির পাট্টা যে হিসাবে দেওয়া গিয়া থাকে তাহার গড় ধরিয়া ঐ ভূমির বার্ষিক মূল্যের অর্দ্ধাংশ ঐ কর নিরূপণ হইবে। গ্রামের পঞ্চাইত ঐ কর নিরূপণ করিবেন।

মূল্যের অর্দ্ধাংশ ধরিয়া কর নিরূপণের কথা।

৫০ ধারা। সেই কর পঞ্চাইত কর্ত্তৃক নিরূপণ করা গেলে করের ঐ পরিমাণ কালেক্টর সাহেবের সমীপে অর্পণ করা যাইবে। তিনি কিম্বা কলেক্টরের ক্ষমতানুযায়ী কর্ম্মকারী অন্য যে কার্য্যকারক তৎকর্ত্তৃক নিযুক্ত হন তিনি সেই কর নিরূপণপত্র অনুমোদন করিতে কিম্বা সংশোধন করিয়া অনুমোদন করিতে পারিবেন। (কিন্তু উক্ত প্রকারে নিরূপিত করের অনুমোদন হইবার পূর্ব্বে জমীদার তদ্বিষয়ের আপত্তি

হস্তান্তর করিবার ভার কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পিবার কথা।

করিতে পারিবেন) অনুমোদন হইলে পর জিলার কালেক্টর সাহেব C তফ-শীলের পাঠে আপন স্বাক্ষরযুক্ত অনুজ্ঞাপত্র দ্বারা উক্ত অনুমোদিত ঐ করের দায়যুক্ত সেই ভূমি ঐ জমীদারকে হস্তান্তর করিয়া দিবেন

(ক) সি শিডূল (C Schedule) অনুসারে লেচ রিত ফারম ১৫০ নং এক-জিবিটের ফারম বটে

(খ কোন জমিদার ঐ ভূমি নিতে অস্বীকার করিলে যে তারিখে চৌকী-দারী করের বর প্রাপ্য হয় তাহার পর হইতে প্রতি বৎসর ঐ জমির পত্তন কি অন্য প্রকার বন্দোবস্ত করিবেন জমিদার তাহার অস্বীকার বিষয় আলোচনা করিয়া যখন ইচ্ছা তাহা পাওয়ানা দাবি করিতে পারিবেন

৫১ ধারা ঐ অনুজ্ঞাপত্রের এই ফল হইবে ঐ অনুজ্ঞাপত্র লিখিয়া ভূমি জমীদারকে দেওয়া যাইবে কিন্তু ঐ অনুজ্ঞাপত্রানুসারে ঐ ভূমির যত টাকা কর ধার্য্য হইল তাহা তাঁহার দিতে হইবে। এবং ঐ ভূমি যে স্থানে থাকে সেই স্থানে পূর্ব্বকৃত কোন চুক্তির উপলক্ষে কি প্রথার কি তাহার বলে ঐ জমীদারের মহালের কি তালুকের একাংশ কোন ভূমিতে জমীদার ভিন্ন কোন ব্যক্তির অধিকার থাকিলে সেই চুক্তি প্রবল থাকিবে

হস্তান্তর করিবার ফলের কথা।

৫২ ধারা। ঐ অনুজ্ঞাপত্রে যত টাকা কর লেখা থাকে, তাহা ঐ ভূমির উপর নিয়ত বার্ষিক দায় স্বরূপ বর্ত্তিবে এবং পঞ্চাইতের যে সভ্য কর আদায় করেন তিনি সেই ভূমির দখিলকারের স্থানে খাজানা আদায় করিতে যাঁহার যৎকালে অধিকার থাকে, তাঁহার নিকট বৎসর বৎসর প্রথম দিবসে সেই টাকা অগ্রিম পাইতে পারিবেন

ঐ কর ভূমির উপর নিত্যদায় জ্ঞান হইবার কথা

৫৩ ধারা নিম্নলিখিত বিধি মতে যে দাবীর আদায় হইতে পারে উক্ত প্রকারের নির্দ্ধারিত কর সেই দাবীর মধ্যে গণ্য হইবে

আদায় করিবার বিধান।

৫৪ ধারা। উক্ত নির্দ্ধারিত কর দেনা হইলে পর যদি পঞ্চদশ দিন বাকী থাকে, তবে যে ভূমির ঐ কর নির্দ্ধার্য্য হইল তাহা যে জেলার অন্তর্গত থাকে, পঞ্চাইতের যে সভ্য

দাবীর নোটীসের কথা।

ঐ কর আদায় করেন তিনি ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকট এই আইনে D তফশীলের পাঠে ঐ বাকীর এবং যে ব্যক্তি ঐ করদায়ী হন তাঁহার নামের নোটিস দিবেন।

(ক) ডিঃ শিডুল মতে প্রচারিত ফারম ১৫৩নং একজিবিটের ফারম বটে।

বিক্রয় করিবার নিয়মের ও ফলের কথা।

৫৫ ধারা। ঐ নোটিস পাইলে পর কালেক্টর সাহেব, কিম্বা বাকী রাজস্বের নিমিত্ত ভূমি বিক্রয়ের বিধান করনার্থে যে আইন তৎকালে প্রবল থাকে তদনুসারে অন্য যে কার্য্যকারক নীলাম করিবার ক্ষমতাপন্ন হন তিনি টাকা দিনার কোন নোটিস অগ্রে না দিয়া তৎক্ষণাৎ ভারতবর্ষের ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ মন্ত্রিসভার প্রণীত ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে নীলামের জ্ঞাপনপত্র প্রচার করিবেন। ঐ জ্ঞাপনপত্রে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ বাকী না দেওয়া গেলে তিনি পূর্ব্বোক্ত আইনের বিধানমতে মন্ত্রিসভা সহিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের অন্তর্গত মহালের ন্যায় ঐ ভূমি বিক্রয় করিবেন। এবং তদ্রূপ মহালের বিক্রয় সম্পর্কে যে আইন তৎকালে প্রবল থাকে সেই আইনের সমস্ত বিধান ঐ ভূমির বিক্রয় কার্য্যের প্রতি বর্ত্তিবে। এবং কোন মহাল নিজ বাকীর নিমিত্ত বিক্রয় হইলে সেই বিক্রয় কার্য্যের যে বল ও যে ফল হয়, উক্ত ভূমি বিক্রয়ের সেই বল ও সেই ফল হইবে এবং ঐ ভূমির ক্রেতার উক্ত অবধারিত চৌকীদারী কর দিতে হইবে। কিন্তু ঐ ভূমির নিজ রাজস্বের বাকীর নিমিত্তে বিক্রীত মহাল হইলে ক্রেতার তৎসংক্রান্ত যে দাবী ও দায় স্বীকার করিতে হয় ঐ ভূমির ক্রেতা সেই দাবী আদায় ভিন্ন অন্য দায় হইতে বিমুক্ত হইয়া ঐ ভূমি ভোগ করিবেন।

বিক্রয়োৎপন্ন টাকা প্রয়োগের কথা।

৫৬ ধারা। ঐ কালেক্টর সাহেব ঐ বিক্রয়ের উৎপন্ন টাকা হইতে ঐ বিক্রয় করিবার খরচ ও তৎসম্পর্কীয় অন্য অন্য খরচ দিয়া পঞ্চায়তের যে সভ্য কর আদায় করেন তাঁহাকে ঐ বিক্রয় সিদ্ধ হইবার দিনাবধি এক সপ্তাহের মধ্যে ঐ করের বাকী টাকা দিবেন। এবং পঞ্চায়তের যে সভ্য

ঐ কর আদায় করেন, তিনি আপন নোটীসে ঐ ভূমির নিমিত্ত করদায়ী বলিয়া যে ব্যক্তির নাম নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাকে ঐ বিক্রয়োৎপন্ন উদ্বর্ত্ত টাকা দিবেন

(ক) নিলামের দিন হইতে ৬০ দিনের দিন ক্রয় গ্রহণেই সীমায় চূড়ান্ত হয় (১৮৫৯ইং— ১১ আইনের ২৭ ধারা দ্রষ্টব্য)

৫৭ ধারা। পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে কোন জমিদারকে কোন ভূমি হস্তান্তর করিয়া দেওয়া গেলে, সেই ভূমি ভোগ করণোপলক্ষে অন্য ব্যক্তির নিকট দখীলকারকে চাকরী করাইবার যে অধিকার ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে রহিত হইয়া পরিশেষ হইবে

হস্তান্তরিত ভূমিভোগীর স্থানে চাকরী পাইবার স্বত্ব রহিত হইবার কথা

৫৮ ধারা কোন জিলায় কি জিলার কোন ভাগে এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে কোন গ্রামে চৌকী দিবার ও পোলীসের নিকট অপরাধ রিপোর্ট করিবার কার্য্যে নিযুক্ত কার্য্যকারকের ভরণপোষণার্থে ভূমি থাকিলে, এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে গ্রামে চৌকী দিবার ও জিলার পোলীসের নিকট অপরাধ রিপোর্ট করিবার কর্ম্মকারকের ভরণপোষণার্থ যে চৌকীদারী চাকরাণ ভূমি ও অন্য অন্য ভূমি নিরূপিত থাকে বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট-গবর্ণর সাহেব কলিকাতা গেজেটে অনুজ্ঞাপত্র প্রকাশ দ্বারা সেই সকল ভূমি নিশ্চিত করিয়া নির্ণয় করণার্থে এক কি অধিক ব্যক্তিকে কমিশনর স্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের কমিশন নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা

৫৯ ধারা কোন জিলায় তদ্রূপ কমিশন নিযুক্ত করা গেলে পর সেই জিলার মধ্যে এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে গ্রামে চৌকী দিবার এবং পোলীসের নিকট অপরাধ রিপোর্ট করিবার কর্ম্মকারকের ভরণপোষণার্থ চৌকীদারী চাকরাণ ভূমি কি অন্য ভূমি নিরূপণ করা গেল কি না ও কোন্ কোন্ ভূমিখণ্ড তদ্রূপে নিরূপণ হইয়াছে এই বিষয়ের বিবাদ হইলে ঐ কমিশনর ঐ বিবাদের অনুসন্ধান লইতে পারিবেন

চাকরাণ ভূমি বিষয়ক বিবাদ কমিশনরদের প্রতি অর্পণ করিবার কথা।

৬০ ধারা কালেক্টর সাহেব ভূমির রাজস্বের বন্দোবস্ত করা কার্য্যে ১৮২২ সালের ৭ আইনমতে ও সেই আইন সংশোধনার্থ অন্য অন্য আইন ও আইনমতে যে যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, উক্ত বিবাদের অনুসন্ধান কালে এই আইনের কার্য্যপক্ষে যতদূর আবশ্যক হয় ততদূর ঐ কমিশনের উক্ত সকল ও তদ্রূপ ক্ষমতা থাকিবে

কমিশনের ক্ষমতার কথা

৬১ ধারা ঐ কমিশন এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে গ্রামে চৌকীদিবার এবং পোলীসের নিকট অপরাধ রিপোর্ট করিবার কর্ম্মকারকের ভরণপোষণার্থে [চৌকীদারী চাকরাণ ভূমি কি অন্য ভূমি বলিয়া যে ভূমি নির্ণয় করেন তাহার সীমায় চিহ্ন দিবেন এবং তাঁহারা পূর্ব্বোক্তরূপ চৌকীদারী চাকরাণ ভূমি কি অন্য ভূমি বলিয়া যে ভূমি নির্ণয় করেন তাহা, ও ঐ ভূমির সীম, এবং যে গ্রামের হিতার্থে ঐ ভূমি নিরূপণ হইল তাহার নাম প্রকাশার্থে অনুজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর] করিয়া প্রকাশ করিবেন।] তন্মধ্যে এই ভূমি পূর্ব্বোক্তরূপ চৌকীদারী চাকরাণ কি অন্য ভূমি আছে, এই ভূমি নয়, ইত্যানুরূপ করায় ঐ অনুজ্ঞাপত্রে ভূমি বিশেষ করিয়া নির্ণয় করিবেন। এই আইনমতে ঐ অনুজ্ঞাপত্রে যে কথা প্রচার করিবার আজ্ঞা হইয়াছে তাহা ঐ পত্রে যতদূর নির্দ্দিষ্ট হইল ঐ পত্রই ততদূর তদ্ঘটিত কথা সম্পর্কে চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্ত হইবে।

কমিশনের কর্ত্তব্য কর্ম্মের ও তাহাদের আজ্ঞার ফলের কথা

তৃতীয় অধ্যায়।

বিবিধ বিধি।

৬২ ধারা। চৌকীদারদিগের নামোল্লেখ করা ও ছাড়াইয়া দেওয়া সম্বন্ধে এবং ইতিপূর্ব্বে যে কর ধার্য্য করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে সেই কর ধার্য্য করা সম্বন্ধে পঞ্চায়তে যে সকল ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে সেই সকল ক্ষমতার তন্মধ্যে কোন ক্ষমতা পরিচালন করিবার নিমিত্ত জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে লিখিত নোটীস পাইবার পর পঞ্চায়ৎ যদি তাহা তৎক্ষণাৎ পরিচালন করিতে অস্বীকার করেন কিম্বা তদর্থে মুক্তিসঙ্গত সময় অতীত হইবার পর অবহেলা করেন তাহা হইলে সেই সমস্ত ক্ষমতা জেলার মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা পরিচালিত হইতে পারিবে।

পঞ্চায়তের ক্ষমতা জেলার মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা পরিচালিত হইবার কথা।

৬৩ ধারা। এই আইনমতে কোন কার্য্য করা গেল, কিম্বা কোন কার্য্য এই আইনমত বলিয়া স্বীকার করা গেলে, কিম্বা সেই ভাব প্রকাশ হইলে, যদি তদ্ধেতু জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা কোন পঞ্চায়তের, কিম্বা পঞ্চায়তের কোন সভ্যের কিম্বা তাঁহার কি তাঁহাদের কোন কার্য্যকারকের, কিম্বা তাঁহার কি তাঁহাদের আদেশমতে কর্ম্মকারী কোন ব্যক্তির নামে নালিশ করিবার অভিপ্রায় থাকে, তবে নালিশের হেতু ও যিনি বাদী হইবেন তাঁহার নাম ও বাসস্থান লিখিয়া জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কার্য্যালয়ে ও বিপক্ষের বাসস্থানে ঐ অভিপ্রায়ের নোটিশ দিতে হইবে ও সেই নোটিশ দিবার পর এক মাস গত না হইলে নালিশ

হানি নিবারণের ধারা।

উপস্থিত করা যাইতে পারিবে না সেই নোটীস দিবার প্রমাণ না করা গেলে আদালত প্রতিবাদীর সপক্ষে আজ্ঞা দিবেন নালিশের হেতু হইবার পর অব্যবহিত তিন মাসের মধ্যে ঐ নালিশের কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে, তাহার পরে হইবে না কোন ব্যক্তিকে তদ্রূপ নালিস করিবার কল্পনায় নোটীস দেওয়া গেলে, তিনি নালিশ উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে যদি বাদীর উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ করিবার প্রসঙ্গ করেন তবে বাদী নালিশ করিয়া কিছু পাইতে পারিবেন না।

(ক) এই ধারার মর্ম্ম মতে কোন ব্যক্তি দেওয়ানীতে নালিশ করিলে দেওয়ানী মোকদ্দমার নিয়মাবলির ৫১ বিধান এবং ফৌজদারী আদালতে মোকদ্দমা করিলে গবর্ণমেণ্টের ১৮৮৫ইং ৪ সেপ্টেম্বর তারিখের ও ৫৯ ডিঃ নং সারকুলার অনুসারে কার্য্য চলিবে

দায়ের সায়েরী কমিশানরদের প্রতি কর্ত্তৃত্ব অর্পণ হইবার কথা

৬৪ ধারা। পঞ্চায়তের ও জিলার মজিষ্ট্রেট সাহেবদের এই আইনানুযায়ী সমস্ত কার্য্যের উপর দায়েরসায়েরী কমিশানর সাহেবের সাধারণ কর্ত্তৃত্ব থাকিবে

পঞ্চায়তের কার্য্যপদ্ধতি দর্শাইবার বিধি।

৬৫ ধারা। বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে সময়ে পঞ্চায়তের কার্য্য পদ্ধতির, এবং কমিশনের প্রতি কোন বিবাদ অর্পণ করা গেলে তাহার অনুসন্ধান লইয়া নির্ণয় করিবার আচারের ও কার্য্যপ্রণালীর বিধান এবং এই আইন সম্পর্কীয় অন্য অন্য কার্য্যের বিধি করিয়া এবং সময়ে সময়ে তাহা পরিবর্ত্তন কি মতান্তর কি রহিত করিয়া কলিকাতা গেজেটে ঐ বিধি ও বিধির পরিবর্ত্তন কি ভাবান্তর কি অন্যথা প্রকাশ করিতে পারিবেন যে সময়ে যে বিধি থাকে তাহা প্রকাশ হইবার তারিখ অবধি এই আইনের বিধানের ন্যায় প্রবল ও কার্য্যকর হইবে

এই ধারার মর্ম্মানুসারে এপর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সাহেব বাহাদুর কর্ত্তৃক যে সকল বিষয় প্রচার হইয়াছে তাহা এই

১। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ইউনিয়নে কোন সন (বাঙ্গলা, ইংরেজী, ফসলী কি হিজরী ইত্যাদি) প্রচলিত হইবে তাহা নিরাকরণ করিয়া ১৬ ধারা মতে টেক্স

ধার্য্যের ফর্দ্দ তৈয়ার করার জন্যে পঞ্চাইতকে জানাইবেন এবং কোন ব্যক্তি কত টাকা টেক্স দিবে তাহার ফারমি লিষ্ট পঞ্চাইত প্রস্তুত করিবেন

টেক্স ধার্য্যের লিষ্ট।

নম্বর	নাম ও ধাম	ব্যবস ইত্যাদি	বার্ষিক টেক্সের পরিমাণ	

টেক্স ধার্য্য করিয়া গ্রামের প্রসিদ্ধ এবং প্রকাশ্য স্থানে তাহা প্রচার করিতে হইবে এবং পঞ্চাইতগণ মধ্যে যিনি তহশিল করিবেন এবং রসিদ দিবেন এবং হিসাব পত্র রাখিবেন তাহার নাম লিষ্টের নিচে লিখা থাকিবে।

২। লিষ্ট প্রচার করার পূর্ব্বে সমুদয় পঞ্চাইত তাহাতে দস্তখত করিবেন।

৩। এই লিষ্ট প্রস্তুত হওয়ার পর তিন কি ততোধিক পঞ্চাইত একমাস কাল পর্য্যন্ত প্রতি সপ্তাহে একবার বসিয়া টেক্স সম্পর্কে টেক্স দাতার আপীল শুনিবেন এবং কোন স্থানে কোন সময়ে বসিবেন তাহা পূর্ব্বেই বাসিন্দাগণকে জানাইবেন প্রত্যেক আপীল সম্পর্কে যে আদেশ হয় তাহার রিপোর্ট লিখিয়া ঐ কাগজ রাখিয়া দিতে হইবে

৪। পঞ্চাইত কর্ত্তৃক এই আইন সম্পর্কে যে কার্য্য করা যায় তাহার

কাগজ পত্র এবং হিশাব ইত্যাদি তহশিলদারী মেম্বর রাখিবেন এ জন্যে তিনি দায়ী হইবেন

৫। আইনের ২৭ ধার মতে যে কার্য্য হইবে তহশিলদারী মেম্বর তাহার কাগজ পত্র প্রস্তুত করিবেন এবং রাখিবেন ২৯ধারার বিধান মতে নিলাম করার কালে ২ জন পঞ্চাইত উপস্থিত থ করেন

৬। পঞ্চাইতগণ কিম্বা কোন মেম্বর দ্বারা যে সকল কর্ম্ম এবং আদেশ হয় তাহা ডায়েরীর ফারমে লিখিত হইবে এবং তাহা সাধারণে দেখিতে পারিবে

৭ কোন দায়ীক তাহার দায়িত্ব সম্পর্কে পঞ্চাইতের নিকট প্রতিবাদ করিলে তিনি পঁ চ দিবস মাল নিলাম স্থগিত রাখিয়া দায়ীককে এ কাল মধ্যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব নিকট প্র তবাদ করিয় আদেশ আনিতে অনুমতি করিবেন।

৮। পঞ্চাইত নিম্ন লিখিত ফারমে হিশাব রাখিবেন।

ইউনিয়নের তহশীল সম্পর্কে ১ নং রেজেষ্টরী।

নম্বর	নাম ও ধাম	ব্যবসা ইত্যাদি	টেক্সের সংখ্যা	প্রথম কোয়ার্টার	দ্বিতীয় কোয়ার্টার	তৃতীয় কোয়ার্টার	চতুর্থ কোয়ার্টার	মন্তব্য

১ হইতে ৪ কলমের লিখা ১৬ ধারা মতে প্রস্তুত ফর্দ্দের অনুরূপ হইবে, এবং যে সব প্রচলিত থাকে তাহার চারি কোয়ার্টারের জন্য তৎপরবর্ত্তী ৪টী কলম প্রস্তুত হইয়াছে। টেক্স দাতা যখন যে কোয়ার্টারের টেক্স আদায় করে তখন ঐ কোয়ার্টারের কলমে লিখিত হইবে। টেক্স দাতা টাকা আদায় করিয়া তাহ সম্পর্কিত বহিতে অংশীদারী কর্ত্তৃক জমা হওয়াতে সন্তোষ জনক রূপে জানিয়া যাওয়ার জন্যে উপদিষ্ট হইবে, তাহা হইলে ইহাই আদায় সম্পর্কে রসিদ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে। আইনের ২২ ধারার বিধান মতে রসিদ দিতে হইবে

(ক) ৪ কলমে মোট টেক্স লিখা হইবে এবং তৎপরবর্ত্তী ৪ কলমের যে কোয়ার্টারের যে টেক্স আদায় হয় তাহা লিখা হইবে (১৮৮৭ইং ১২ এপ্রিল তারিখের গবর্ণমেণ্ট নটিফিকেশন (বিজ্ঞাপন) এবং ১৬ তারিখের ১৭২১নং গবর্ণমেণ্ট অর্ডার দ্রষ্টব্য)।

জমা ও খরচ সম্পর্কে
২নং রেজিষ্টার।

তারিখ	রসিদ চেকের নম্বর	জমার বিবরণ অর্থাৎ কাহা হইতে কি বাবদ পাওয়া গেল	টাকার সংখ্যা	তারিখ	খরচের বিবরণ অর্থাৎ কাহাকে কি বাবদ দেওয়া গেল	টাকার সংখ্যা	মন্তব্য

(খ) জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তৎকর্ত্তৃক নিযুক্ত কর্ম্মচারী দ্বারা হিসাব পরীক্ষা এবং মিল হওয়ার পর ঐ রেজেষ্টরী নষ্ট করা যাইতে পারে (বর্দ্ধমানের কমিশনার সমীপে ১৮৮৮ সনের ৬ ফেব্রুয়ারী তারিখের পেশ জিম্ম সম্পর্কিত ৪৪০ জে নং গবর্ণমেন্ট অর্ডার দ্রষ্টব্য)।

(গ) এই রেজেষ্টরী জমিদারী ও মহাজনী হিসাব বহির ন্যায় প্রস্তুত এবং খারয়া কাপড়ে বাঁধান হইবে।

(বর্দ্ধমানের কমিশনার সাহেব বরাবরে গবর্ণমেণ্টের ১৮৮৭ ইং ১৬ই এপ্রিল তারিখ ১৭২১ জে নম্বর গবর্ণমেণ্ট অর্ডার এবং পোলিশের ২০নং সারকিউলার মিসে দ্রষ্টব্য)

(ঘ) প্রত্যেক চৌকীদারের নিকট একখানা রসিদ বহি থাকিবে এবং যাহাকে যখন যে বেতন দেওয়া যায় তৎসংক্রান্ত মেম্বর ঐ টাকা ঐ বহিতে লিখিয়া দিবেন এবং থানার ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারী তাহা মাসে একবার পরীক্ষা করিবেন এবং চৌকীদার বেতন না পাইয়া থাকিলে রিপোর্ট করিবেন

(ঙ) এইক্ষণ এই নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া থানার ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারী কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিযুক্ত হতে দযিত্ত পূর্ণ অন্য কর্ম্মচারী আসিয়া প্রত্যেক কোয়ার্টার অন্তে বেতন বিলি করার এবং ঐ সময়ে কোন পঞ্চাইত বেতন না দিলে তাহার নামে বাকী জায় পাঠানের বিধান হইয়াছে।

(চ) ঐ একুইটেন্স রোল (রসিদ) ১৫৫নং ফারমে ছাপা হইয়াছে।

৬৬ ধারা। অপরাধের রিপোর্ট কারণে জমীদারের যাহা কর্ত্তব্য তাহার ব্যতীক্রম না হইবার কথা। জমীদারের মহালের কি তালুকের মধ্যে যে যে কি অপরাধ কৃত হইলে, এই আইন প্রচলিত হওন কালীন যখনং আইনক্রমে তাঁহার সেই অপরাধ রিপোর্ট করিবার যে দায় বর্ত্তে কি যে কার্য্য কর্ত্তব্য হয় কিম্বা তিনি যাহাতে আবদ্ধ থাকেন, এই আইনের কোন কথাক্রমে তাহার লাঘব হইবে না ও তাহার কোন প্রকারে ব্যতিক্রম হইবে না।

৬৭ ধারা। যে গ্রামে পঞ্চায়ত নিযুক্ত না হয়, সেই গ্রামে এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে চৌকীদার ও পোলিশের নিকট রিপোর্ট করিবার

পঞ্চায়ত যে গ্রামে নিযুক্ত না হয় সেই গ্রামের চৌকীদারীর বিধির ব্যতিক্রম হইবার কথা

কর্ম্মকারকের ভরণপোষণার্থে যে ভূমি নিরূপণ হয় ৫৮ ৫৯, ৬০ ও ৬১ ধারা ভিন্ন এই আইনের কোন কথা সেই ভূমির প্রতি খাটিবে না। উক্ত প্রত্যেক কর্ম্মকারক সেই গ্রামে যে যে কার্য্য করিতে বাধ্য আছে, ও উক্ত ভূমিতে তাহার অধিকার থাকিবার যে নিয়ম আছে, ও তাহাকে অবসর করিবার ও তৎপদে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার যে বিধি আছে তাহা এই আইন প্রচলিত না হওয়ার ন্যায় প্রবল থাকিবে

এই আইন যদবধি প্রচলিত হইবে তাহার কথা

৬৮ ধারা বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর কলিকাতা গেজেটে অনুজ্ঞা প্রকাশ করিয়া স্বীয় শাসিত দেশের অন্তর্গত যে যে জিলায় কি জিলার যে যে অংশে এই আইন প্রচলিত করেন এই আইনের বিধান তথায় প্রচলিত হইয়া প্রবল হইবে। ঐ অনুজ্ঞা পত্রে এই আইন প্রচলিত হইবার যে দিন নির্দ্দিষ্ট হয় সেই দিনাবধি এই আইন ঐ অনুজ্ঞাপত্রের নির্দ্দিষ্ট সকল জিলায় ও জিলার অংশাংশে প্রচলিত হইয়া প্রবল হইবে।

সংক্ষেপ নাম।

৬৯ ধারা। এই আইন "১৮৭০ সালের গ্রাম্য চৌকীদারী" নামে খ্যাত হইবে।

চৌকীদারী পেরেড অর্থাৎ হাজিরার নিয়ম।

১। চৌকীদারগণের হাজিরা সম্পর্কে পূর্ব্বে যে সকল বিধান প্রচলিত ছিল তৎপরিবর্ত্তে অনারেবল শ্রীযুক্ত ফিঃ গেভেজ সাহেব বাহাদুর তৎ-বর্ত্তক প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে নিম্ন লিখিত বিধান করিয়াছেন।

(ক) ইউনিয়নের সমুদয় চৌকীদার দফাদার প্রত্যেক সোমবার আপন ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট নিকট এবং তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ চৌকীদার মাসের প্রথম মঙ্গলবার এবং বাকী অর্দ্ধেক তৃতীয় মঙ্গলবার আপন থানায় হাজিরা দিবে, কিন্তু যে মাসে চৌকীদারের বেতন বাকী হয় সেই মাসে সকলই তৃতীয় সপ্তাহে হাজির হইবে। দফাদারকে প্রত্যেক মঙ্গলবার থানায় হাজিরা দিতে হইবে।

(২) পেরেড সময়ে চৌকীদারগণকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া আবশ্যকীয় বিষয়ের সংবাদ সংগ্রহ করতঃ প্রেসিডেণ্টের ডায়েরীতে নোট করিতে হইবে

(ক) বেতন বিলীর সময় দফাদার ও চৌকীদারের পুরস্কার বিতরণ এবং জরিমানা আদায় হইবে

৩। নিম্নলিখিত ফারম মতে চৌকীদারের হাজিরার একখণ্ড বহি রাখা আবশ্যক।

জিলা অমুক ষ্টেশন অমুকের অন্তর্গত ৫৩ নং অমুক ইউনিয়নের অমুক সনের চৌকীদারের হাজিরা বহি।

নম্বর	চৌকীদারের নাম	মৌজার নাম ও থানার সংখ্যা	জানুয়ারী				ফেব্রুয়ারী				মার্চ্চ				এপ্রিল				মে				জুন				মন্তব্য
			১ সোমবার	২ সোমবার	৩ সোমবার	৪ সোমবার	১ সোমবার	২ সোমবার	৩ সোমবার	৪ সোমবার	১ সোমবার	২ সোমবার	৩ সোমবার	৪ সোমবার	১ সোমবার	২ সোমবার	৩ সোমবার	৪ সোমবার	১ সোমবার	২ সোমবার	৩ সোমবার	৪ সোমবার	১ সোমবার	২ সোমবার	৩ সোমবার	৪ সোমবার	

(ক) জু· মাস পর্য্যন্ত হাজিরার ফারম অঙ্কিত করা গেল তাহা এই ভাবে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিতে হইবে। এক বৎসর কাল ব্যবহার করিলে বহি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকিলে ইচ্ছা করিলে কেহ ৬ ৬ মাসে ও একখানা বহি পরিবর্ত্তণ করিতে পারেন

(খ) প্রত্যেক মাসের যে তারিখে হাজির হয়, চৌকীদার হাজির হইলে কাল কালীতে এবং গর হাজির হইলে লাল কালীতে ঐ তারিখ লিখিতে হইবে।

(গ) যে চৌকীদারের এলাকায় যে বদ্‌মায়েশ এবং যে ফেরারী আসামী এবং ঘোষিত অপরাধী থাকে ত হাদের নাম ঐ চৌকীদারের · মের পার্শ্বে মন্তব্য কলমে লিখিত হইবে তাহা হইলে হাজিরার সময় ঐ সকল লোকের সন্ধান পওয়া সম্পর্কে কোন ভূল হওয়ার সম্ভব নাই।

পরওয়ানা জারির কথা।

১। কেবল সমন ও নোটীস কিম্বা তৎ-প্রকারের পরওয়ানা পঞ্চায়তি ইউনিয়নের যোগে জারি হইবে।

(ক) বর্ত্তমান সময়ে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা, কি গবর্ণমেণ্টের পাওয়ানা, টাকা অথবা ডিক্রীর টাকা আদায়ের ক্রোকী পরওয়ানা যে ভাবে জারি হয় তাহা সেই রূপেই জারি হইতে থাকিবে

(খ) যে সমস্ত পরওয়ানা প্রেসিডেণ্টের যোগে জারি করাইতে হইবে তাহা বোর্টের নাজির ডাক যোগে তাহ'ব নিকট পাঠাইবে। জারির জন্য কোন ইউনিয়নে পরওয়ানা পাঠাইতে হইবে তাহার ঠিক করিবার জন্য নাজির পরওয়ানা পাঠাইবার সময় এই নিয়মাবলী ভুক্ত "এ" ও "বি' রেজেষ্টরী অনুসন্ধান করিবে। পরওয়ানার সঙ্গে উহা ফেরৎ পাওয়ার জন্য একখ'না ফ্রেঙ্ক করা লেপাফা (অর্থাৎ যে লেফাফার উপর কোন সরকারী কর্ম্মচারী প্রেরকের দস্তখত ও পদবী লিখা আছে) ভরিয়া দিবে

(গ) জারির জন্য পরওয়ানা প্রাপ্ত হইলে প্রেসিডেণ্ট যদি দেখেন যে কোন পরওয়ানা ভূল ক্রমে তাহার নিকট প্রেরিত হইয়াছে তবে উহা ঐ কলমে লিখিয়া ফেরৎ দিবেন এবং যে সব পরওয়ান তাহার ইউনিয়নে জারির জন্য

উচিত রূপে প্রেরিত হইয়াছে, তাহা তিনি যত শীঘ্র সম্ভব দফাদার কি জনৈক চৌকীদার দ্বারা জারি করাইবেন এবং জারির অন্তে জারির এফিডেবিট গ্রহণ করিয়া পরওয়ানা সহ প্রাপ্ত "ফেরত" করা লেপাফায় সেই পরওয়ানা ভরিয়া যে কোর্ট হইতে পরওয়ানা আগত হয় সেই কোর্টে উহা সরকারী ব্যারিং ডাকে ফেরৎ পাঠাইবেন যদি পরওয়ানার সহিত উক্ত প্রকার কোন লেপাফা প্রাপ্ত না হন তবে সাদা এক লেপাফায় ব্যারিং ডাকে উহা ফেরৎ পাঠাইবেন

২। যে সমস্ত পরওয়ানা কোন ব্যক্তির উপর জারি করিতে হইবে উহার নকল ঐ ব্যক্তির হাতে দিয়া তাহার নিকট হইতে আসল পরওয়ানার পৃষ্ঠে দস্তখত নিতে হইবে যদি সেই ব্যক্তিকে তালাসে না পাওয়া যায় তাহা হইলে সেই ব্যক্তির বাড়ীর কোন বয়স্ক পুরুষের হাতে উক্ত নকল পরওয়ানা দিতে হইবে যদি ঐ রূপ কোন পুরুষ বাড়ীতে না থাকে তবে নকল পরওয়ানা খানা বাড়ীর কোন প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া রাখিয়া আসিবে।

৩। যে সকল নোটিস কোন ব্যক্তির উপর জারি করিতে হইবে না কেবল মৌজা কি মহালে জারি করিতে হইবে, তাহা সেই মৌজা ও মহালের অন্তর্গত জমিদারী কাছারী না থাকিলে কোন প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া জারি করিতে হইবে।

৪। জারির এফিডেবিট আসল পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিতে হইবে।

নোট— সমন দি জারির বিধান ফৌজদারী কার্য্য বিধির (১৮৮২ ইং ১০ আইন) ৬৯, ৭০, ৭১ ধারায় লিপিবদ্ধ আছে।

—:০:—

সম্পূর্ণ।